গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

জলদাস, হরিশংকর। ২০০৮। জলপুত্র। মাওলা ব্রাদার্স : ঢাকা।
,, । ২০১০। দহনকাল। মাওলা ব্রাদার্স : ঢাকা।
,, । ২০১১। কসবি। অবসর প্রকাশনী : ঢাকা।
,, । ২০১২। রামগোলাম। প্রথমা প্রকাশনী : ঢাকা।
,, । ২০১৩। মোহনা। প্রথমা প্রকাশনী : ঢাকা।
,, । ২০১৬। একলব্য। অন্যপ্রকাশ : ঢাকা।
,, । ২০১৬(ক)। গল্পসমগ্র ১। মাওলা ব্রাদার্স : ঢাকা।
,, । ২০১৭। অর্ক। অবসর প্রকাশনী : ঢাকা।
,, । ২০১৯। প্রস্থানের আগে। অন্যপ্রকাশ : ঢাকা।
,, । ২০১৯(ক)। গল্পসমগ্র ২। মাওলা ব্রাদার্স : ঢাকা।
,, । ২০১৯(খ)। সুখলতার ঘর নেই। প্রথমা প্রকাশনী : ঢাকা।
,, । ২০২১। কুন্তীর বস্ত্রহরণ। কথাপ্রকাশ : ঢাকা।

সহায়ক গ্রন্থ :

বাংলা

আজিজ, মহিবুল। ২০০২। বাংলাদেশের উপন্যাসে গ্রামীণ নিম্নবর্গ। জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন : ঢাকা।
ইকবাল, শহীদ। ২০১৪। বাংলাদেশের সাহিত্যের ইতিহাস। আহমদ পাবলিশিং হাউস : ঢাকা।
ওয়াইজ এম.ডি., জেমস। ১৯৯৮। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ। ১ম ভাগ। ডানা পাবলিশার্স : ঢাকা।
,, । ২০০০। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ। ২য় ভাগ। ডানা পাবলিশার্স : ঢাকা।
,, । ২০০২। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ। ৩য় ভাগ। ডানা পাবলিশার্স : ঢাকা।
কর, পরিমলভূষণ। ১৯৬৫। সমাজতত্ত্ব। দে বুক স্টোর : কলকাতা।
কর, রণজিৎ। ২০০৯। প্রাক-ঔপনিবেশিক বাংলা সাহিত্যে প্রান্তিকজন। সুচয়নী পাবলিশার্স : ঢাকা।
খান, ইসরাইল (সম্পা.)। ২০১৪। অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনাবলী। সূচীপত্র: ঢাকা।
গাঁতাইত, সুমনকুমার। ২০২২। হরিশংকর জলদাস : দর্পণে জলজীবন। একতারা প্রকাশনী : কলকাতা।
গুপ্ত, জগদীশ। ১৩৬৫। জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী। ১ম খণ্ড। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড : কলকাতা।
ঘড়াই, অনিল। ১৯৯৩। মুকুলের গন্ধ। দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা।
ঘোষ, অনিল (সম্পা.)। ২০১৫। অমর মিত্র অমনিবাস। সোপান : কলকাতা।

ঘোষ, প্রসূন। ২০০৫। উপন্যাসের নানা স্বর। এবং মুশায়েরা : কলকাতা।

ঘোষ, প্রদ্যোত। ২০০৭। বাংলার জনজাতি। (প্রথম খণ্ড)। পুস্তক বিপণি: কলকাতা।

,, ২০০৮, বাংলার জনজাতি। (দ্বিতীয় খণ্ড)। পুস্তক বিপণি : কলকাতা।

ঘোষ, বিশ্বজিৎ। ২০১৪। বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি। সোনার বাংলা প্রকাশন : ঢাকা।

চক্রবর্তী, অর্ণব, প্রধান, শ্যামসুন্দর ও পাণ্ডা, বিশ্বজিৎ (সম্পা.)। ১৪২০। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাস। পরশপাথর প্রকাশন : কলকাতা।

চক্রবর্তী, বিমল। ২০১২। অদ্বৈত মল্লবর্মণ ব্রাত্য জীবনের ব্রাত্য কথাকার। অক্ষর পাবলিকেশনস্ : ত্রিপুরা।

চক্রবর্তী, সত্যব্রত (সম্পা.)। ২০০২। রাষ্ট্র সমাজ রাজনীতি। একুশে প্রকাশন : কলকাতা।

চক্রবর্তী, সুদেষ্ণা। ২০০২। ফরাসী বিপ্লবে নিম্নবর্গের মানুষ ও অন্যান্য প্রবন্ধ। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স : কলকাতা।

চন্দ, পুলক (সম্পা.)। ২০০০। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নির্বাচিত কবিতা। দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা।

চন্দ, বীরেন (সম্পা)। ২০০৪। বিষয় : বাংলা উপন্যাস। উত্তরধ্বনি : শিলিগুড়ি।

চট্টোপাধ্যায়, সাধন। ১৪১৮। উপন্যাস সমগ্র। ১ম খণ্ড। করুণা প্রকাশনী : কলকাতা।

চট্টোপাধ্যায়, শ্রী সুনীতিকুমার। ১৩৬৭। সাংস্কৃতিকী। (প্রথম খণ্ড)। বাক্ সাহিত্য : কলকাতা।

চৌধুরী, ফকরুল (সম্পা.)। ২০১২। গ্রামশি পরিচয় ও তৎপরতা। সংবেদ : ঢাকা।

জলদাস, হরিশংকর। ২০০৮(ক)। নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাস ও কৈবর্তজনজীবন। বাংলা একাডেমী : ঢাকা।

,, । ২০০৯। কৈবর্তকথা। মাওলা ব্রাদার্স : ঢাকা।

,, । ২০১২(ক)। নিজের সঙ্গে দেখা। মাওলা ব্রাদার্স : ঢাকা।

,, । ২০১৬(খ)। আমার কর্ণফুলী। বাতিঘর : ঢাকা।

,, । ২০১৭(ক)। জলগদ্য। বাতিঘর : ঢাকা।

,, । ২০১৮। নোনাজলে ডুবসাঁতার। প্রথমা প্রকাশন : ঢাকা।

,, । ২০২২। বর্ণবৈষম্যের শিকড়বাকড়। কথাপ্রকাশ : কলকাতা

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ১৩৬৮। রবীন্দ্র রচনাবলী (দশম খণ্ড) জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

দত্তগুপ্ত, শোভনলাল (সম্পা.)। ২০০০। আনতোনিও গ্রামশি : বিচার বিশ্লেষণ। পার্ল পাবলিশার্স : কলকাতা।

দাশ, নির্মল। ১৯৯৭। চর্যাগীতি পরিক্রমা। দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা।

দেবসেন, সুবোধ। ২০১২। বাংলা কথাসাহিত্যে ব্রাত্যসমাজ। পুস্তক বিপনি : কলকাতা।

দেবী, মহাশ্বেতা। ১৯৭৮। অগ্নিগর্ভ। করুণা প্রকাশনী : কলকাতা।

,, । ১৯৯৩। মহাশ্বেতা দেবীর ছোটোগল্প সঙ্কলন। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট: নয়াদিল্লি।

নাথ, প্রিয়কান্ত। ২০০৭। কাল বিভাজিত বাংলা উপন্যাস। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ : কলকাতা।

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক। ১৯৩৬। পদ্মানদীর মাঝি। বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লি. : কলকাতা

বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা। ২০০৫। মঙ্গলকাব্যে নিম্নবর্গের অবস্থান। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ : কলকাতা।

,, ।২০০৫। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ : কলকাতা।

বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর। ১৩৫৭। তারাশংকর রচনাবলী। ২য় খণ্ড। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স : কলকাতা।

,, । ১৩৫৯। তারাশংকর রচনাবলী। ৬ষ্ঠ খণ্ড। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স : কলকাতা।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ (সম্পা.)। ২০১০। দলিতের আখ্যানবৃত্ত। মৃত্তিকা : কলকাতা।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ। ১৯৬১। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর। দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা।

,, (সম্পা.)। ১৯৯৭। সমরেশ বসু রচনাবলী। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ : কলকাতা।

,, (সম্পা.)। ১৯৯৮। সমরেশ বসু রচনাবলী ২। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ : কলকাতা।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী। ১৯৯৬। বাংলা উপন্যাসে 'ওরা'। প্যাপিরাস : কলকাতা।

বসু, মনোজ। ১৯৬০। মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ রচনা সম্ভার (রজত খণ্ড)। গ্রন্থপ্রকাশ : কলকাতা।

বসু, সমরেশ। ১৯৭৭। মহাকালের রথের ঘোড়া। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ : কলকাতা।

বেরা, নলিনী। ২০০৩। শ্রেষ্ঠ গল্প। করুণা প্রকাশনী : কলকাতা।

,, । ২০০৫। শবর চরিত। দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা।

,, । ২০১৫। সেরা পঞ্চাশটি গল্প। দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা।

,, । ২০১৮। সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা। দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা।

বিশ্বাস, অচিন্ত্য। ২০১৩। বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গের আখ্যান ও ব্যাখ্যান। পূর্বালোক পাবলিকেশন : কলকাতা।

বিশ্বাস, মনোহরমৌলী। ২০০৭। দলিত সাহিত্যের রূপরেখা। বাণী শিল্প : কলকাতা।

বিশ্বাস, মিল্টন। ২০০৯। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে নিম্নবর্গের মানুষ। বাংলা একাডেমী : ঢাকা

ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন। ১৯৬৯। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। জিজ্ঞাসা : কলকাতা।

ভট্টাচার্য, জগদীশ (সম্পা.)। ১৩৫৬। সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প। প্রকাশ ভবন : কলকাতা।

,, । ১৩৬১। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প। প্রকাশ ভবন : কলকাতা ।

ভট্টাচার্য, তপোধীর। ২০০৯, ২য় সংস্করণ। উপন্যাসের সময়। এবং মুশায়েরা : কলকাতা।

,, । ২০১০। উপন্যাসের বিনির্মাণ। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।

,, । ২০১৬। ছোটোগল্প : সময়ের শিল্প। এবং মুশায়েরা : কলকাতা।

ভট্টাচার্য, দেবাশিস। ২০১০। বিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গীয় চেতনা। অক্ষর পাবলিকেশনস্ : ত্রিপুরা।

ভদ্র, গৌতম ও চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (সম্পা.)। ১৯৯৮। নিম্নবর্গের ইতিহাস। আনন্দ পাবলিশার্স : কলকাতা।

ভাদুড়ী, সতীনাথ। ১৩৪৮। ঢোঁড়াইচরিতমানস। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ : কলকাতা।

মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (রহ)। ১৯৮৩। পরিবার ও পরিবার জীবন। খায়রুন প্রকাশনী : ঢাকা।

মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার (সম্পা.)। ১৯৯৮। পঞ্চাশের দশকের কথাকার। পুস্তক বিপণি : কলকাতা।

,, । ২০০৮। গল্পচর্চা। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ : কলকাতা।

মণ্ডল, প্রকাশচন্দ্র। ২০০৮। কথাসাহিত্যের নানা পাঠ। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ : কলকাতা।

মণ্ডল, বিপুল। ২০১৩। বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের মানুষ। সাহিত্য সঙ্গী : কলকাতা।

মান্না, গুণময়। ১৯৫৫ । লখীন্দর দিগার। বিদ্যোদয় লাইব্রেরি প্রাইভেট লিমিটেড : কলকাতা।

মিশ্র, ভগীরথ। ২০০২। শ্রেষ্ঠ গল্প। দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা।

মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ। ১৯৭১। উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি। বাংলা একাডেমী : ঢাকা।

মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। ১৯৭৪। কালের প্রতিমা। দেজ পাবলিশিং : কলকাতা।

,, । ১৯৮০। কালের পুত্তলিকা। দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা।

,, । ১৯৯৪। মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে বিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস। দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা।

মুখোপাধ্যায়, উর্বী ও চট্টোপাধ্যায়, অনুনয় (সম্পা.)। ২০১৫। বাংলা সাহিত্যে সমুদ্র। দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা।

মুখোপাধ্যায়, শুভঙ্কর। ২০১৯। শ্রেণি জাতি অস্পৃশ্যতা। গাঙচিল : কলকাতা।

মুখোপাধ্যায়, সুভাষ (সম্পা.)। ১৯৯৫। কেন লিখি। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স : কলকাতা।

মুখোপাধ্যায়, সুশোভন। ১৪১৩। প্রাক্-আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অন্ত্যজ জীবন। করুণা প্রকাশনী : কলকাতা।

মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ। ১৩৬৩। চক্ষুসা কানঃ। বাক্ সাহিত্য : কলকাতা।

মুরশিদ, গোলাম। ২০০৬। হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি। অবসর প্রকাশনা সংস্থা : ঢাকা।

মুহাম্মদ, মহি। ২০১৭। হরিশংকর জলদাসের অন্তরঙ্গকথা। অবসর প্রকাশনা সংস্থা : ঢাকা।

রহমান, আনিসুর। ২০১৫। নিম্নবর্গের ইতিহাস এবং প্রাক মহাশ্বেতা পর্বের বাংলা উপন্যাস। অভিযান পাবলিশার্স : কলকাতা।

রহমান, রিজিয়া। ২০১২। রক্তের অক্ষর। বেঙ্গল পাবলিকেশন : ঢাকা।

রায়, অলোক (সম্পা.)। ১৯৬৭। সাহিত্য কোষ : কথা সাহিত্য। সাহিত্যলোক : কলকাতা।

,, । ২০০০। বাংলা উপন্যাস : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি। পুস্তক বিপণি : কলকাতা।

,, । ২০১০। বিশ শতক। প্রমা প্রকাশনী : কলকাতা।

রায়, গোপালচন্দ্র (সম্পা.)। ১৯৬৬। শরৎ রচনাবলী। ২য় খণ্ড। কলকাতা।

রায়, দেবেশ। ১৩৫৯। তিস্তাপারের বৃত্তান্ত। দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা।

,, । ২০০৪। দলিত। সাহিত্য অকাদেমি : দিল্লি।

রায়, সত্যেন্দ্র। ২০০০। বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা। দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা।

লিম্বালে, শরণকুমার। ২০১৭। দলিত নন্দনতত্ত্ব। তৃতীয় পরিসর প্রকাশনা : কলকাতা।

সাজ্জাদ, সুমন। ২০১৯। ধর্ম. নিম্নবর্গ. ঠাট্টা : সাহিত্য সংস্কৃতির অন্তরমহল। অক্ষর প্রকাশনী : ঢাকা।

সাঁফুই, অরুণকুমার (সম্পা)। ২০১৮। মিথ হয়ে যাওয়া বাংলা উপন্যাস ১৯৯০-২০১০। পত্রলেখা : কলকাতা।

সিংহ রায়, জীবেন্দ্র। ১৯৭৩। কল্লোলের কাল। দেজ পাবলিশিং : কলকাতা।

সেন, অভিজিৎ। ১৩৬২। রহু চণ্ডালের হাড়। সুবর্ণরেখা : কলকাতা।

সেনগুপ্ত, অচিন্ত্য। ১৩৫৯। অচিন্ত্য কুমার রচনাবলী (২য় খণ্ড)। গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ : কলকাতা।

সেনমজুমদার, জহর। ২০০৭। নিম্নবর্গের বিশ্বায়ন। পুস্তক বিপণি : কলকাতা।

সেন্দেল, ভেলাম ভান এবং বল, এলেন (সম্পা.)। ১৯৯৮। বাংলার বহুজাতি : বাঙালি ছাড়া অন্যান্য জাতির প্রসঙ্গ। আইসিবিএস : দিল্লি

হালদার, গোপাল। ১৩৪৮। সংস্কৃতির রূপান্তর। পুঁথিঘর : কলকাতা।

হাসান, মোঃ মেহেদী। ২০০৮। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের জীবন। মনন প্রকাশ : ঢাকা।

হোসেন, সোহরাব। ২০০৫। বাংলা ছোটোগল্পে ব্রাত্যজীবন। করুণা প্রকাশনী : কলকাতা।

ইংরেজি

Adamson, Walter L. 1980. *Hegemony and Revolution : A study of Antonio Gramsci's Political and Cultural Theory*. University of California press : London.

Amin, Shahid and Chakrabarty, Dipesh (eds.). 1996. *Subaltern Studies-IX Writings on South Asian History and Society*.Oxford University Press : Delhi

Anand, S (ed.). 2014. *Annihilation of Cast*. Navayana Publishing : New Delhi.

Arnold , David and David Hardiman (eds.).1994.*Subaltern Studies-VIII Writings on South Asian History and Society*.Oxford University Press : Delhi

Ashcroft (ed.), Bill, Gareth Griffith and Helen Tiffin(eds.).1995.*Gayatri chakraborty Spivak : Can the subaltern speak ?*.Routledge : London & New York

Ashcroft , Bill, Gareth Griffiths and Helen Tiffin(eds.).1998. *Key Concept In Post- Colonial Studies*. Routledge : London and New York.

Bandyopadhyay, Sekhar. 2004. *Cast, Culture and Hegemony : Social Dominance in Colonial Bengal*.Sage Publications India Pvt Ltd : New Delhi.

Chakravorty Spivak, Gayatri. 1988. *Subaltern Studies : Deconstructing Historiography,In the Other Worlds*. Routledge : New York.

Chatterjee (eds.), Partha, and Pradip Jeganathan (eds.). 2010. *Subaltern Studies XI; Community,Gender & Voice*. Permanent Black : Delhi.

Chatterjee (eds.), Partha and Gyanendra pandey (eds.).1993.*Subaltern Studies-VII Writings on South Asian History and Society*.Oxford University Press : Delhi

Chaturvedi, Vinayak (ed.). 2000. *Mapping Subaltern Studies and the Postcolonial*.Verso : London & New York.

Faubion , James. D(ed.). 1994.*Michel Foucault Power, essential works of foucault 1954- 1984*.vol – 3. Penguin Books : London

Feuer , Lewis S.(ed.). 1989. *Basic Writings on politics and philosophy* Karl Marx and Friedrich Engels. Anchor Books : USA

Forgacs, David. 2000. *The Gramsci Reader Selected writings 1916-1935*. New York University Press : New York.

Foster, George M. 1979. *Traditional Cultures : And the Impacts of Technological Change*. Harper & Brothers : New York.

Freud, Sigmund. 1962. Three Essays On the Theory Of Sexuality. Basic Books Publishers : New York

Gordon , Colin(ed.).1980. Power/Knowledge Seleted Interviews and Other Writtings 1972-1977 Michel

Foucault. Pantheon Books : New York.

Guha , Ranajit(ed.). 1982. *Subaltern studies I Writtings on South Asian History andSociety*. Oxford University Press : Delhi.

Guha , Ranajit (ed.).1983.*Subaltern Studies-II Writings on South Asian History and Society*. Oxford University Press : Delhi

Guha , Ranajit(ed.). 1984. *Subaltern studies III Writtings on South Asian History and Society*. Oxford University Press : Delhi.

Guha , Ranajit(ed.). 1985. *Subaltern studies IV Writtings on South Asian History and Society*. Oxford University Press : Delhi.

Guha , Ranajit(ed.).1987.*Subaltern Studies-V Writings on South Asian History and Society*.Oxford University Press : Delhi

Guha , Ranajit(ed.). 1989. *Subaltern studies VI Writtings on South Asian History and Society*. Oxford University Press : Delhi.

Guha , Ranajit, and Gayatri Chakravorty Spivak (eds.). 1988. *Selected Subaltern Studies*. Oxford University Press : New York.

Guha , Ranajit.1997. *Dominance without Hegemony : History and Power in colonial India*. Harvard University Press : Cambridge

Guha , Ranajit (ed.). 1997(b). *Subaltern Studies Reader : 1986-1995*. University of Minnesoth Press : Minneapolis.

Hoare , Quintin and Geoffrey nowell Smith (eds. , trans.). 1971. Selection From The Prison Notebook. International publishers : New York.

Jesph V, Femia. 1981. Gramsci’s Political Thought : Hegemony, Consciousness, and the Revolutionary Proccess. Oxford University Press : New York.

Landry, Donna and Gerald Maclean (eds.).1996. The Spivak Reader : Selected Works of Gayatri Chakravorty Spivak. Routledge : New York and London.

Ludden, David(ed.).2003.*Reading Subaltern Studies, A brief history of subalternity*. Permanent Black : Delhi.

Mannathukkaren, Nissim.2022.*Communism, Subaltern Studies and Postcolonial Theory, The Left in South India*. Routledge : London and New York.

Mcnally, Mark(ed.). 2015. Antonio Gramsci Critical Explorations In Contemporary Political Thought. Palgrave Macmillan : United Kingdom.

Morris, Rosalind C.(ed.).2010. *Can the Subaltern Speak? : Reflections on the History of an Idea*. Columbia University Press : New York.

Pankaj, Ashok K. and Ajit K. Pandey (eds.). 2019. *Dalits, Subalternity and Social change in India*. Routledge : London and New York.

Park, Robert Ezra. 1928. *Human migration and the marginal man*. American Journal of Sociology.

Panikkar, KM. 2007. *Cast and Democracy*. Critical Quest : New Delhi.

Ramirez, Philippe. 2014. *People of the Margins Across Ethnic Boundaries in North- East India*. Spectrum Publication: Guwahati- Delhi.

Schwarz , Henry and Sangeeta Ray (eds.).2005. A Companion to Postcolonial Studies. Blackwell Publishing Ltd. : London.

Srinivas, M.N. 1969. *SOCIAL CHANGE IN MODERN INDIA*. University of California

Press : Berkeley and Los Angeles.
Showalter, Elaine. 1977. A literature of Their own. Vol.19. University press : Columbia.

প্রবন্ধ ও পত্র-পত্রিকা

ইসলাম চৌধুরী, সিরাজুল (সম্পা.)। ২০০৪। 'উপনিবেশিক ভারতে ইতিহাসের গতিবিধি'। নতুন দিগন্ত : ঢাকা।
ঘোষ, সুশান্ত। ২০১৭। 'হরিশংকর জলদাসের জলপুত্র : আঞ্চলিকতার বর্ণময় বিস্তার'। Ijhsss (vol-IV,issue-I) : আসাম।
ঠাকুর, কপিলকৃষ্ণ (সম্পা.)। ২০১৩। প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা। অদ্বৈত মল্লবর্মণ সংখ্যা। দলিত মনন : কলকাতা
দাস, শঙ্করী (সম্পা.)। ২০১৯। ত্রয়োদশ বর্ষ, একবিংশ সংখ্যা। বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গ ১। সময় তোমাকে : কলকাতা।
পাশা, হারুন (সম্পা.)। ২০২১। ৮ম বর্ষ, ২৬তম সংখ্যা। পাতাদের সংসার। অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস : ঢাকা।
প্রধান, অরবিন্দ (সম্পা.)। অপর : তত্ত্ব ও তথ্য । হাওয়া ৪৯ প্রকাশনী : কলকাতা।
বর্মণ, সাবলু (সম্পা.)। ২০১২। প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা। দলিত দর্পণ : শিবমন্দির।
ভৌমিক, তাপস (সম্পা.)। ১৪১২। আমি ও আমার সময়ের গল্পকার বন্ধুরা। কোরক সাহিত্য পত্রিকা : কলকাতা।
ভৌমিক, শান্তিরঞ্জন (সম্পা.)। ২০০৮। অরণিকা। দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা ১৪১৫ : ঢাকা।
মল্লিক, দীপঙ্কর (সম্পা)। ২০২০ (জানুয়ারি-মার্চ)। একলব্য। ২৫ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা : কলকাতা
,, । ২০২১ (জানুয়ারি-মার্চ)। একলব্য। ২৬ বর্ষ ৪২ সংখ্যা : কলকাতা
মহম্মদ, আনু (সম্পা.)। ২০০৪ এপ্রিল- মে। নতুন পাঠ। গৌতম ভদ্র : সাক্ষাৎকার। ঢাকা
মহি, মুহাম্মদ। ২০১৩ । 'জলদাসীর গল্প : সংবেদনশীল ও অনুভূতির গল্প'। বইয়ের জগৎ : ঢাকা।
রহমান, আনোয়ার। ২০১৪। 'জলপুত্র : পড়ে যা মনে হয়'। আবুল হাসনাত (সম্পা.)। কালি ও কলম। ১১ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।
সরকার, পুলক কুমার (সম্পা)। ২০০৭। বর্ষ ৪৫। 'নিম্নবর্গ চরিত্র : প্রতিবাদ, প্রত্যাখ্যান ও আত্মপ্রতিষ্ঠার পর্ব',
নিম্নবর্গের মানুষ, বাংলা কথাসাহিত্য সংখ্যা। শুভশ্রী পত্রিকা : বহরমপুর
সাহা, মানবেন্দ্র (সম্পা.)। ২০১৫। চন্দ, বীরেন। 'জলপুত্র : জল ও জেলে জীবনের নবতম মহাকাব্য'। সংবর্তিকা।
সেনগুপ্ত, মৃন্ময় ও পীযূষ আশ (সম্পা.)। ২০১৯। আইডেন্টিটি সংখ্যা। লোকায়ত, মাল্টি ডাইমেনশনাল রিসার্চ সোসাইটি।
হালদার, নারায়ণ (সম্পা.), ১৪১৮ প্রথম সংখ্যা, পৌনঃপুনিক, প্রজ্ঞা বিকাশ : কলকাতা।

আন্তর্জালিক তথ্য :

তামিম, হুমায়ুন। ২০১১। 'উপন্যাসে জেলেদের নদী থেকে সমুদ্রে বিস্তৃত করতে চাইছি'। প্রথম আলো : বাংলাদেশ।
দ্রঃ https://archive.prothom-alo.com/det DOR 21st june, 2019

হরিশংকার জলদাস এর বিশেষ সাক্ষাৎকার। সিভয়েস সংলাপ।
দ্রঃ https://www.youtube.com/watch?v=6_cbyh4alks DOR 3rd aug,2019

মিত্র, অমর। ২০১৭। ঘটনাপুঞ্জের লেখক নন সতীনাথ ভাদুড়ী। এন টিভি (অনলাইন)। গল্প পড়ার গল্প। ঢাকা।
দ্রঃ https:/www.ntvbd.com/arts_and_literature/124247   DOR -5th june, 2021

খান, ইন্দ্রজিৎ। ২০২০। আফসার আমেদ : এক অনন্য কথাকার। ম্যানগ্রোভ সাহিত্য (অনলাইন)। বিশেষ নিবেদন সংখ্যা : আফসার আমেদ কিসসা। কলকাতা।
দ্রঃ https://mangrovesahitya.com/?p=1688 DOR -17th july, 2021

সিংহ, পুরুষোত্তম। ২০১৯। সৈকত রক্ষিতের গল্প : ভিন্ন ভুবনের আখ্যান। কুলিক রোববার। কলকাতা।
https://kulikinfoline.com/2019/08/25/kulik_robbar_book_review_uttorkotha_purushottam_singha/

DOR 8th july, 2021

সিংহ, পুরুষোত্তম। ২০১৭। কথাকার অনিল ঘড়াই। গল্পপাঠ পত্রিকা। কলকাতা।
https://galpopath.com/sahitya_op3x   DOR 8th july, 2021

ইউটিউব চ্যানেল : Educational and Cultural Station ‘জীবন ও সাহিত্যের কথা : সাহিত্যিক ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়’
দ্রঃ https://youtu.be/O8gXI-oxU-A   DOR -30th june, 2021

আরা, হোসনে। ২০১৬। মহাশ্বেতা দেবী : অগ্নিগর্ভ জীবন ও সৃষ্টি ।কালি ও কলম পত্রিকা (অনলাইন) : ঢাকা
দ্রঃ www.kaliokalam.com/মহাশ্বেতা-দেবী-অগ্নিগর্/
DOR 28th july, 2021

পরিশিষ্ট

হরিশংকর জলদাসের জীবন ও রচনাপঞ্জি

কথাকারের বংশলতিকা

[পিতৃকুল]

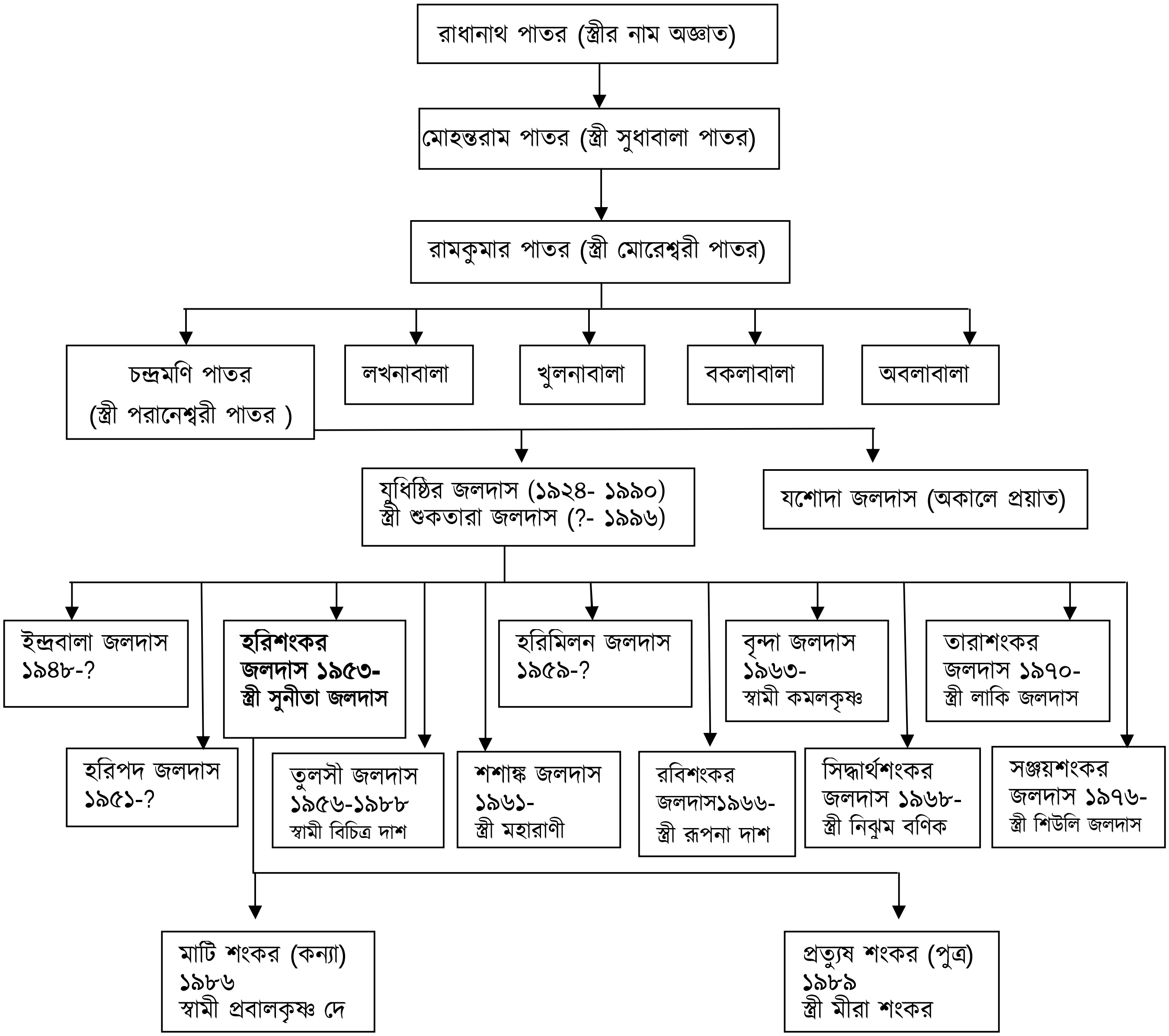
রাধানাথ পাতর (স্ত্রীর নাম অজ্ঞাত)
মোহন্তরাম পাতর (স্ত্রী সুধাবালা পাতর)
রামকুমার পাতর (স্ত্রী মোরেশ্বরী পাতর)
চন্দ্রমণি পাতর (স্ত্রী পরানেশ্বরী পাতর)
লখনাবালা
খুলনাবালা
বকলাবালা
অবলাবালা
যুধিষ্ঠির জলদাস (১৯২৪- ১৯৯০) স্ত্রী শুকতারা জলদাস (?- ১৯৯৬)
যশোদা জলদাস (অকালে প্রয়াত)
ইন্দ্রবালা জলদাস ১৯৪৮-?
হরিশংকর জলদাস ১৯৫৩- স্ত্রী সুনীতা জলদাস
হরিমিলন জলদাস ১৯৫৯-?
বৃন্দা জলদাস ১৯৬৩- স্বামী কমলকৃষ্ণ
তারাশংকর জলদাস ১৯৭০- স্ত্রী লাকি জলদাস
হরিপদ জলদাস ১৯৫১-?
তুলসী জলদাস ১৯৫৬-১৯৮৮ স্বামী বিচিত্র দাশ
শশাঙ্ক জলদাস ১৯৬১- স্ত্রী মহারাণী
রবিশংকর জলদাস১৯৬৬- স্ত্রী রূপনা দাশ
সিদ্ধার্থশংকর জলদাস ১৯৬৮- স্ত্রী নিঝুম বণিক
সঞ্জয়শংকর জলদাস ১৯৭৬- স্ত্রী শিউলি জলদাস
মাটি শংকর (কন্যা) ১৯৮৬ স্বামী প্রবালকৃষ্ণ দে
প্রত্যুষ শংকর (পুত্র) ১৯৮৯ স্ত্রী মীরা শংকর

কথাকারের জীবনপঞ্জি

জন্ম : ৩ মে, ১৯৫৩। ২০ বৈশাখ, ১৩৬০। রবিবার।

জন্মস্থান : উত্তর পতেঙ্গা, কাটগড়, জেলেপাড়া। ডাকঘর- পতেঙ্গা, থানা- পতেঙ্গা, জেলা- চট্টগ্রাম।

মাতা : শ্রীমতী শুকতারা জলদাস

পিতা : শ্রীযুক্ত যুধিষ্ঠির জলদাস

ভাইবোনের সংখ্যা : এগারো জন। আট ভাই, তিন বোন। চার ভাইবোনের অকাল প্রয়াণ

শিক্ষা : প্রাইমারি : পতেঙ্গা বোর্ড প্রাইমারি স্কুল
এসএসসি : পতেঙ্গা হাইস্কুল, ১৯৭১ চট্টগ্রাম
এইচএসসি : চট্টগ্রাম কলেজ, ১৯৭৩
বি.এ (বাংলা অনার্স) : চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৬
এম.এ (বাংলা) : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৭
পিএইচ.ডি. : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭,
বিষয় : নদীভিত্তিক উপন্যাস ও কৈবর্ত জনজীবন।

বিবাহ : ২৮ জানুয়ারি, ১৯৮১। সুনীতা জলদাসের সঙ্গে।

চাকরি : ১৯৮২ সালে বিসিএস দিয়ে ১৯৮৪ সালে কলেজে যোগদান। প্রথম পোস্টিং নীলফামারী সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের প্রভাষক পদে।

সন্তানলাভ : ১৯৮৬ সালে কন্যাসন্তান মাটি শংকর এবং ১৯৮৯ সালে পুত্রসন্তান প্রত্যুষ শংকরের জন্ম।

সাহিত্য রচনা : ২০০৮ সালে 'জলপুত্র' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে সাহিত্য রচনার সূত্রপাত

অবসর : ২০১৪ সালের ১১ অক্টোবর সরকারি সিটি কলেজের অধ্যক্ষ পদ থেকে।

বর্তমান ঠিকানা : মনরিভ, ফ্ল্যাট : এ৭, ১৬/১৭ লাভ লেইন, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। (অস্থায়ী)

পুরস্কার ও সম্মাননা

- ২০১০ : প্রথম আলো বর্ষসেরা বই পুরস্কার। (দহনকাল)
- ২০১১ : ড. রশীদ আল ফারুকী সাহিত্য পুরস্কার।
- ২০১১ : অবসর সাহিত্য পুরস্কার।
- ২০১২ : সিটি-আনন্দ আলো পুরস্কার। (রামগোলাম)
- ২০১২ : বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন সম্মাননা পদক। (রামগোলাম)
- ২০১২ : বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার।
- ২০১২ : আলাওল সাহিত্য পুরস্কার। (জলপুত্র)
- ২০১৪ : ব্র্যাক ব্যাংক-সমকাল সাহিত্য পুরস্কার। (প্রতিদ্বন্দ্বী)
- ২০১৫ : জীবনানন্দ মেলা সম্মাননা স্মারক।
- ২০১৬ : বিশাল বাংলা প্রকাশনা সাহিত্য পুরস্কার। (একলব্য)
- ২০১৭ : অদ্বৈত সম্মাননা। (অদ্বৈত মল্লবর্মণ সম্পর্কিত গবেষণা)
- ২০১৮ : বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ সাহিত্য পদক।
- ২০১৯ : 'একুশে পদক' রাষ্ট্রীয় পুরস্কার। (ভাষা ও সাহিত্যে)

কথাকারের রচনাপঞ্জি (২০০১-২০২২)

উপন্যাস :

- জলপুত্র (২০০৮) মাওলা ব্রাদার্স। ঢাকা।
- দহনকাল (২০১০) মাওলা ব্রাদার্স। ঢাকা।
- কসবি (২০১১) শুদ্ধস্বর। ঢাকা।
- রামগোলাম (২০১২) প্রথমা প্রকাশন। ঢাকা।
- হৃদয়নদী (২০১৩) শুদ্ধস্বর। ঢাকা।
- মোহনা (২০১৩) প্রথমা প্রকাশন। ঢাকা।
- আমি মৃণালিনী নই (২০১৪) প্রথমা প্রকাশন। ঢাকা।
- প্রতিদ্বন্দ্বী (২০১৪) মাওলা ব্রাদার্স। ঢাকা।

- এখন তুমি কেমন আছো (২০১৫) প্রথমা প্রকাশন। ঢাকা।
- সেই আমি নই আমি (২০১৬) প্রথমা প্রকাশন। ঢাকা।
- একলব্য (২০১৬) অন্যপ্রকাশ। ঢাকা।
- রঙ্গশালা (২০১৭) প্রথমা প্রকাশন। ঢাকা।
- ইরাবতী (২০১৬) মাওলা ব্রাদার্স। ঢাকা।
- অর্ক (২০১৭) অবসর প্রকাশনা। ঢাকা।
- প্রস্থানের আগে (২০১৯) অন্যপ্রকাশ। ঢাকা।
- সুখলতার ঘর নেই (২০১৯) প্রথমা প্রকাশন। ঢাকা।
- মৎস্যগন্ধা (২০২০) কথাপ্রকাশ। ঢাকা।
- বাতাসে বইঠার শব্দ (২০২০) প্রথমা প্রকাশন। ঢাকা।
- কুন্তীর বস্ত্রহরণ (২০২১) কথাপ্রকাশ। ঢাকা।
- বিনোদপুরের বিনোদিনী (২০২২) মাওলা ব্রাদার্স। ঢাকা।
- দুর্যোধন (২০২২) কথাপ্রকাশ। ঢাকা।

কিশোর উপন্যাসে :

- ভাস্কো দা গামার বেহালা (২০২২) প্রথমা প্রকাশন। ঢাকা।

গল্পগ্রন্থ :

- জলদাসীর গল্প (২০১১) মাওলা ব্রাদার্স। ঢাকা।
- লুচ্চা (২০১২) শুদ্ধস্বর। ঢাকা।
- হরকিশোরবাবু (২০১৪) অন্যপ্রকাশ। ঢাকা।
- কোনো এক চন্দ্রাবতী (২০১৫) চন্দ্রদীপ প্রকাশনা। ঢাকা।
- মাকাল লতা (২০১৫) মাওলা ব্রাদার্স। ঢাকা।
- চিত্তরঞ্জন অথবা যযাতির গল্প (২০১৬) অবসর প্রকাশনা। ঢাকা।
- কাঙাল (২০১৬) গদ্যপদ্য। ঢাকা।
- গল্পসমগ্র-১ (২০১৬) মাওলা ব্রাদার্স। ঢাকা।
- ক্ষরণ (২০১৭) বেঙ্গল পাবলিকেশন্স। ঢাকা।
- সপ্তর্ষি (২০১৭) অনীক প্রকাশনী। ঢাকা

- ছোটো ছোটো গল্প (২০১৮) বাতিঘর। ঢাকা।
- শ্রেষ্ঠ গল্প (২০১৮) আলোঘর প্রকাশনা। ঢাকা।
- তিতাসপাড়ের উপাখ্যান (২০১৮) গ্রন্থকুটির। ঢাকা।
- সেরা দশ (২০১৮) অন্যপ্রকাশ। ঢাকা।
- কুন্তীর বস্ত্রহরণ (২০১৮) তুলসী পাবলিশিং হাউস। আগরতলা।
- গল্পসমগ্র-২ (২০১৯) মাওলা ব্রাদার্স। ঢাকা।
- অনার্য অর্জুন (২০১৯) পুঁথিনিলয়। ঢাকা।
- আছে তো দেহখানি (২০২০) মাওলা ব্রাদার্স। ঢাকা।
- গল্পের গল্প (২০২০) অবসর প্রকাশনা। ঢাকা।
- আহব ইদানীং (২০২০) চন্দ্রবিন্দু। চট্টগ্রাম।
- মনোজবাবুদের বাড়ি (২০২০) প্রথমা প্রকাশন। ঢাকা।
- প্রেমের গল্প (২০২০) পুঁথিনিলয়। ঢাকা।
- হরিশংকর ২৫ (২০২০) জ্ঞানকোষ প্রকাশনী। ঢাকা।
- বাছাই বারো (২০২০) চন্দ্রদীপ প্রকাশনা। ঢাকা।
- জলধরের কীর্তি (২০২০) অন্যপ্রকাশ। ঢাকা।
- পৌরাণিক গল্প (২০২১) অনন্যা প্রকাশনী। ঢাকা।
- গগন সাপুই (২০২১) অন্যপ্রকাশ। ঢাকা।
- যুগলদাসী (২০২১) মাওলা ব্রাদার্স। ঢাকা।
- প্রান্তজনের গল্প (২০২১) সমাবেশ। ঢাকা।
- অষ্টাদশী (২০২২) প্রসিদ্ধ প্রকাশনী। ঢাকা।
- গল্পসমগ্র-৩ (২০২৩) প্রকাশিতব্য

আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ :

- কৈবর্তকথা (২০১১) মাওলা ব্রাদার্স। ঢাকা।
- নিজের সঙ্গে দেখা (২০১২) মাওলা ব্রাদার্স। ঢাকা।
- আমার কর্ণফুলী (২০১৬) বাতিঘর। ঢাকা।
- জলগদ্য (২০১৭) বাতিঘর। ঢাকা।

- নোনাজলে ডুবসাঁতার (২০১৮) প্রথমা প্রকাশন। ঢাকা।

গবেষণামূলক গ্রন্থ

- ধীবরজীবনকথা (২০০১) শৈলী প্রকাশনা *
- ছোটোগল্পে নিম্নবর্গ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (২০০২) শৈলী প্রকাশনা *
- কবি অদ্বৈত মল্লবর্মণ এবং (২০০২) শৈলী প্রকাশনা *
- লোকবাদক বিনয়বাঁশি (২০০৪) গতিধারা। ঢাকা।
- নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাস ও কৈবর্তজনজীবন (২০০৭) (পিএইচ.ডি সন্দর্ভ) বাংলা একাডেমি। ঢাকা।
- জীবনানন্দ ও তাঁর কাল (২০১০) শুদ্ধস্বর। ঢাকা।
- বাংলা সাহিত্যের নানা অনুষঙ্গ (২০১২) রোদেলা প্রকাশনী। ঢাকা।
- বর্ণ-বৈষম্যের শিকড় বাকড় (২০২২) কথাপ্রকাশ। ঢাকা।

ভ্রমণবৃত্তান্তমূলক গ্রন্থ :

- নতুন জুতোয় পুরনো পা (২০১৯) বাতিঘর। ঢাকা।

স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ :

- বিভোর থাকার দিনগুলিতে (২০২১) বাতিঘর। ঢাকা।
- খেয়ালখুশির লেখা (২০২২) বাতিঘর। ঢাকা।

সাক্ষাৎকার সংগ্রহ :

- হরিশংকর জলদাসের অন্তরঙ্গকথা (২০১৭) অবসর প্রকাশনা। ঢাকা। সাক্ষাৎকার গ্রহীতা মহি মুহাম্মদ

ইংরেজিতে অনূদিত উপন্যাস :

- Sons of the Sea (2014) Translator : Quazi Mostain Billah. Abasar Prakasan. Dhaka.
- Ramgulam (2019) Translator : Quazi Mostain Billah. Batighar. Dhaka.

*****চট্টগ্রামের শৈলী প্রকাশনা থেকে বই তিনটি প্রকাশিত হয়েছিল। লেখাগুলো দুর্বল ছিল বলে পরে ওই লেখার কিছু পরিবর্তন-পরিমার্জন করে পরবর্তীকালে 'বাংলা সাহিত্যের নানা অনুষঙ্গ' নামে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

সাক্ষাৎকারে হরিশংকর জলদাস

তারিখ : ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২২, সময় : সকাল ১১ টা
সাক্ষাৎকার গ্রহণ : বর্তমান গবেষক
মাধ্যম : আন্তর্জালিক, লিঙ্ক : https://meet.google.com/cir-sbyk-myw

প্রশ্ন : প্রথমেই আপনাকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই ‘একুশে পদক’ পুরস্কারের জন্য। আমরা জানি আপনি ‘জাইল্যার পোলা’ বলে অপমানিত হয়ে কলম ধরেছেন। ২০২২ সালে দাঁড়িয়ে আপনার ৬৯টি বই। এর মধ্য দিয়ে সামাজিক অপমানের কতটা জবাব দিতে পেরেছেন বলে আপনার মনে হয়?

উত্তর : এ কথাগুলো যারা আমাকে অপমান করেছেন তারাই ভালো বলতে পারবেন। সবচেয়ে বড়ো ব্যাপার হল, প্রথমে আমার ভেতরে একজন নারীর প্রদহ কাজ করেছে। আপনি জানেন, ৫৫ বছর বয়সে আমি আমার প্রথম উপন্যাস লিখেছি। এতটা বয়স পার করে লিখতে বসার পেছনের ইতিহাসটা ভালো ছিল না। আমি যদি চুরি করতাম বা অন্য কোনো নারীর প্রতি লগ্ন হতাম, তাহলে হয়তো সামাজিক অপমানটা আমি সহ্য করে নিতেও পারতাম, কিন্তু শুধুমাত্র জন্মগ্রহণ করবার অপরাধে অপমানিত হওয়াটা সহনীয় নয়। জন্মগ্রহণের পেছনে মানুষের কোনো হাত নেই। কর্ণ দুর্বাসা মুনির ঔরসে কুন্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে এক সূত পরিবারে বেড়ে উঠেছিল। সারাজীবন কর্ণকে সামাজিক অপমান সহ্য করতে হয়েছে। আমার জেলে পরিবারে জন্ম গ্রহণ করার পেছনে আমার কোনো হাত ছিল না। যারা ঈশ্বর মানেন, তারা হয়তো ঈশ্বরের ওপর চাপিয়ে দিয়ে বলবেন এর পেছনে ঐশ্বরিক হাত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত জন্মস্থানের তথাকথিত কলঙ্ক থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই আমি সমুদ্রে মাছ ধরতে না গিয়ে আমার বাবা ও ঠাকুরঝির প্রণোদনায় পড়াশোনা করবার চেষ্টা করেছি। সেটাই আমার অপরাধ হয়েছে। আমি কেন মাছ ধরতে না গিয়ে পড়াশোনা করেছি। চাকরির জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী পড়াশোনা করে যখন আমি বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে সরকারি কলেজে পড়াতে আসি তখন আমার মনে স্বস্তি বোধ হয়েছিল যে, এবার অন্তত আমি সামাজিক লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি পাব। কারণ যারা আমার সহকর্মী তারা সকলেই এম.এ পাশ, শিক্ষিত। মনে করেছিলাম তাদের সকলের মনেই মানবিকতা আছে, তারা ঘৃণা করতে জানে না। তারা মানুষকে ভালোবাসতে জানে। কিন্তু সেখানে এসেই আমার স্বপ্নটা আবার ভাঙল, শুধুমাত্র জাতপাতের দোহাই দিয়ে। এই বিষয়টি আমার ক্রোধের কারণ। আসলে মানুষকে দুইভাবে ক্রোধের জবাব দেওয়া

যায়। আমি লিখে জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আমি নির্দ্বিধায় স্বীকার করছি, আমি প্রচণ্ড একটা ক্রোধ নিয়ে লেখালেখি করেছি। তবে এই ৭০ বছর বয়সে এসে মনে হয়, কলেজে সেই নারী যদি আমাকে অপমান না করত তাহলে হয়তো হরিশংকর কোনোদিন কলম ধরত না। এখন মনে হয়, ওই মহিলা আমার ধন্যবাদের পাত্রী। তাই ক্রোধ এখন আর নেই। কিন্তু এ কথা সত্য, সামাজিকভাবে অপদস্ত করার প্রবণতা এখনো কমেনি। আজও আমার প্রতি অবহেলার দৃষ্টি রয়েছে। একজন জেলের ছেলের লেখা এত প্রসারিত হল কেন বা তাঁকে সর্বোচ্চ পুরস্কারে সম্মানিত করা হল কেন—এই প্রশ্নের সম্মুখীন আমাকে আজও হতে হয়।

প্রশ্ন : আপনার লেখায় যে জেলে, মেথর, পতিতা, কুমোর, মুচিদের দেখি, বাস্তবে তাদের মধ্যে আপনার পাঠক আছে? থাকলে, তাদের প্রতিক্রিয়া কীরূপ?

উত্তর : সত্যি কথা বলতে জেলেসমাজকে নিয়ে লেখা আমার গল্প-উপন্যাসগুলি জেলে সমাজে খুব বেশি পড়া হয় না। কারণ এখনো তাদের দিন আনা, দিন খাওয়ার মতো অবস্থা। এখনো ওদের অর্থনৈতিক মুক্তি হয়নি। আমি যখন বাবার সঙ্গে জাল বসিয়েছি, ৩৫ বছর ধরে যে নৌকায় করে মাছ ধরেছি, এখন নৌকা, জাল এবং জাল বসানোর স্থান, সেগুলো বর্তমানে কেড়ে নেয়া হয়েছে। এখন উপকূলীয় মুসলমানরা মাছ শিকারে নেমে গেছে। ফলে ওদের জোর আছে, বাহুবল আছে, রাজনীতি, থানা ওদের হাতে। ফলে সেই জায়গাগুলো এখন দখল হয়ে গেছে। ১০০ টি পরিবারের মধ্যে এখন মাত্র তিনটি পরিবার মাছ ধরে। বাকিরা কেউ গার্মেন্টস, কেউ রিক্সা চালক, কেউ দোকান করে জীবিকা নির্বাহ করে। ফলে এখনো জেলেদের মধ্যে শিক্ষা অর্জনের প্রবণতা কম। ৫-১০ জন ছাড়া আমার তেমন কেউ জানা নেই যে তারা জেলেসমাজকেন্দ্রিক লেখাগুলো পড়েছে। তবে মেথরদের নিয়ে আমি যে ‘রামগোলাম’ লিখেছি তা মেথর সমাজে বাইবেলের মতো পঠিত হয়। বাইবেলের কথা বলে আমি সেই পবিত্র গ্রন্থকে ছোটো করছি না, বহু পঠিত অর্থে বাইবেলের প্রসঙ্গ এনেছি। তাদের মতে, বহুদিন পর আমরা একজন মানুষ পেলাম যিনি আমাদের কেউ নয়, কিন্তু আমাদের লাঞ্ছনা-বঞ্চনার কথা বলে তিনি আমাদের সামনে এনেছেন। আমার সমাজকে নিয়ে লেখা বই আমার সমাজের লোকেরা পড়ে না, কিন্তু মেথর সমাজের মানুষ না হয়েও তারা আমার লেখা সাদরে গ্রহণ করেছে এবং ওরা মনে করে আমি ওদেরই একজন। প্রতিবছর হরিজনদের কেন্দ্রীয় সম্মেলনে ওরা আমাকে আমন্ত্রণ জানায় এবং প্রত্যেকের হাতে ‘রামগোলাম’

থাকে। সেই বই নিয়ে অনেক আলোচনা হয়। কসবিরা অর্থাৎ পতিতারা আমার বই পড়েছে কিনা, আমার তা জানা নেই।

প্রশ্ন : এবার আমরা গবেষণা কেন্দ্রিক আলোচনায় আসি। আমরা জানি আপনি নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাস ও কৈবর্ত জীবন নিয়ে গবেষণা করেছেন, আপনার 'ছোটোগল্পে নিম্নবর্গ ও অন্যান্য' বইটিও রয়েছে। এই কাজটি করতে গিয়ে আপনাকে নিশ্চয়ই নিম্নবর্গের ইতিহাস ও নিম্নবর্গের তাত্ত্বিক দিকগুলি সম্পর্কে যথেষ্ট পড়াশোনা করতে হয়েছে। সেই পড়াশোনার কোনো প্রভাব কি আপনার সাহিত্যে পড়েছে?

উত্তর : প্রথমেই বলে রাখি, আমি চাইলে অন্য বিষয় নিয়ে লিখতে পারতাম। কিন্তু নিম্নবর্গ নিয়ে লিখেছি কারণ আমার শরীরে সেই সব মানুষদেরই রক্ত বইছে। আমি তাদের খুব কাছ থেকে দেখেছি, আমি তাদের ভালো করে চিনি। যে বিষয় নিয়ে জানা নেই, সেই বিষয় নিয়ে লেখা যায় না। জেলেসমাজের অভিজ্ঞতার ওপরই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যে আমি আমার সমাজ তথা নিম্নবর্গকে নিয়েই নৃতাত্ত্বিক উপন্যাস লিখব। 'জলপুত্র' উপন্যাসে সাড়া পাওয়ার পর আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, আমি তথাকথিত নিচুজাতের মানুষদের নিয়ে লিখব। এখন আপনার প্রশ্নের উত্তরে আসি। আমি সচেতনভাবে বা অঙ্ক কষে নিম্নবর্গের গল্প-উপন্যাস লিখিনি। মানে, লিখতে বসার সময় আমার মনে কখনো নিম্নবর্গের থিওরিকে ইমপ্লিমেন্ট করবার কোনো প্রবণতা ছিল না। আমি লিখতে বসেছি মানুষকে সাহিত্যিক বিনোদনের মাধ্যমে আনন্দ দেওয়ার জন্য। তার ভেতরে কি কি এসে ঢুকেছে, সেটা আমি মনে রেখে কখনো লিখিনি।

প্রশ্ন : ২০০৮ সালে 'জলপুত্র' উপন্যাসটির প্রকাশের পরের বছর 'কৈবর্তকথা' গ্রন্থটি প্রকাশিত। গ্রন্থের কয়েকটি প্রবন্ধের কিছু কিছু অংশ 'জলপুত্র' উপন্যাসে বর্ণিত। এর কারণ কি জেলেসমাজকে সরাসরি অভিজ্ঞতার দিনলিপি বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন?

উত্তর : হতে পারে। আমি তো আসলে উপন্যাসে গল্পচ্ছলে বলে গেছি কথাগুলো। তবে এ কথা ঠিক যে, 'জলপুত্র' জেলেজীবনের দিনলিপি না হলেও ওদের জীবনের অনুপুঙ্খ অনুষঙ্গ তো বটেই। আমি এই উপন্যাস লেখার সময় কখনো কল্পনার আশ্রয় নিইনি। জলপুত্রের নব্বই শতাংশ চরিত্র বাস্তব। কাহিনিটা আমি নিজে তৈরি করেছি মাত্র। আর জলপুত্রের সঙ্গে কৈবর্তকথার যে তথ্য মিলের কথা বললেন, সে ক্ষেত্রে আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, কখনো কখনো কৈবর্তসমাজকে নিয়ে প্রবন্ধ লেখার জন্য যে তথ্য দিয়েছি তা জলপুত্রে চলে আসা অসম্ভব কিছু নয়। 'জলপুত্র' আসলে জেলেজীবনের বারোমাস্যা।

প্রশ্ন : আপানকে সমালোচকেরা 'নিম্নবর্গের রূপকার' বলেন। আপনার পূর্বে বা সমকালে যাঁরা নিম্নবর্গ প্রধান কথাসাহিত্য রচনা করেছেন, তাঁদের থেকে আপনার লেখার স্বাতন্ত্র্য কোথায়?

উত্তর : প্রথমত, এ কথা বলতে আমার কোনো দ্বিধা বা লজ্জা নেই যে, বাংলাদেশে নিম্নবর্গীয় মানুষদের নিয়ে কোনো লেখালেখি বিশেষ হয় না। মাঝে মধ্যে কেউ বিচ্ছিন্নভাবে দু-একটি গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। কিন্তু সেখানে নিম্নবর্গের মানুষেরা তেমনভাবে উঠে আসেনি। তাঁরা আসলে নিম্নবর্গের মধ্য দিয়ে নিজের কথাই বলতে চেয়েছেন। তারা পারিপার্শ্বিক সমাজকে দেখেননি, পাশের পরিবারকে দেখেননি। নিজের কথাই বলেছেন। আমি যা দেখেছি, যেভাবে জীবনযাপন করেছি, তা-ই লিখেছি।

প্রশ্ন : একজন ঐতিহাসিক যেমন ইতিহাস লিখছেন, তেমনই একজন সাহিত্যিকও নিম্নবর্গের সাহিত্য রচনা করছেন। দুই ধরনের রচনার পেছনেই রয়েছে গবেষণা। একজন সাহিত্যিক হিসেবে আপনিও কি কথাসাহিত্যের মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গের ইতিহাস লিখতে চেয়েছেন? যদি তাই হয়, তাহলে সে ইতিহাস কতটা লিখতে পেরেছেন?

উত্তর : হ্যাঁ, লিখতে তো চেয়েছি। কিন্তু কতটা লিখতে পেরেছি সেটা হয়তো আমি ভালো বলতে পারব না। আমি নিম্নবর্গের ইতিহাস অনেকটা লিখতে পেরেছি, সেখানে আমার ভেতরের অহং বোধটা প্রকটিত। আবার আমি লিখতে পারিনি, সেটা বললেও হয়তো মিথ্যে বলা হবে। সেটা নির্ধারণ করবেন আপনারা, আপনাদের মতো গবেষক, বিশেষজ্ঞরা। আমি আনন্দোচ্ছ্বলে অপমানের যন্ত্রণায় আমার মতো লিখে গেছি। কতটা নিম্নবর্গের হয়ে লিখতে পেরেছি জানি না, তবে আমার প্রচেষ্টার মধ্যে কোনো ত্রুটি বা কৃত্রিমতা ছিল না।

প্রশ্ন : সাবঅলটার্ন স্টাডিজে নিম্নবর্গের প্রতিবাদের ব্যর্থতার দিকটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। আপনার রচনাতেও তথাকথিত নিম্নবর্গ প্রতিবাদ গড়ে তুলে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের ব্যর্থতার দিকটি কেন তুলে ধরলেন? তাদের ব্যর্থতা দেখানোর জন্যই কি গোপাল জলদাস, রাজাকার, চন্ডক বা যোগেশের মতো বিশ্বাসঘাতক চরিত্র সৃষ্টি করেছেন?

উত্তর : আসলে মূল বিষয়টি হল, ব্যর্থতাই কিন্তু বাস্তবতা। সিনেমায় দেখানো হয়, শেষে সবকিছুর মধ্যে মিলন ঘটে। দুষ্টের দমন হয়। কিন্তু বাস্তব কিন্তু তা-ই নয়। আপনি যে চরিত্রগুলোর নাম বললেন, তারা কিন্তু স্বজাতীয়। রামায়ণে দেখা যায়, রাম যদি হাজার বছর যুদ্ধ চালিয়ে যেত, তাহলে তিনি কিন্তু রাবণকে হারাতে পারতেন না, যদি না বিভীষণ সেখানে বিশ্বাসঘতকতা না করতেন। আমার গল্প-উপন্যাসে যে

দ্রোহগুলো গড়ে উঠছে, তাদের ব্যর্থতার পেছনে রয়েছে স্বজাতের মানুষেরা, আর সেটাই বাস্তব। আমি বাস্তবতাকে উপস্থাপন করতে চেয়েছি। আমি যদি গঙ্গার নেতৃত্বে জেলেদের জয় দেখাতাম, তাহলে হয়তো আমি অনেক হাততালি পেতাম, কিন্তু তা তো বাস্তবতা নয়। আমাদের পাড়ায় এখনো শুক্কুররা রাজত্ব করছে। গঙ্গারা এখনো পদদলিত হচ্ছে। আজও দাদনদারেরা জেলেদের শোষণ করে চলেছে। তাহলে আমি কল্পিত উপন্যাস লিখব কেন। আমরা এখনো তাদের শোষণের হাত থেকে ওভারকাম করতে পারিনি। তাই নিম্নবর্গের জয় দেখালে বাস্তবের সঙ্গে অন্যায় করা হয়। তবে জলপুত্র উপন্যাসে গঙ্গার অনাগত সন্তান বনমালীর মধ্য দিয়ে পরবর্তীকালে জেলে তথা নিম্নবর্গের মুক্তির ইঙ্গিত রয়েছে।

প্রশ্ন : আমরা জানি, নিম্নবর্গের সাহিত্য ও দলিত সাহিত্য দুটো ভিন্ন বিষয়। তবুও কেউ কেউ আপনার কথাসাহিত্যকে দলিত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করতে চান। এই বিষয়ে আপনি কী বলবেন?

উত্তর : প্রথমেই বলি, 'দলিত' শব্দটি প্রয়োগের পেছনে আমার আপত্তি ও ঘৃণা আছে। আসলে 'দলিত' শব্দের মধ্যে যে 'দলন' শব্দটি রয়েছে তার অর্থ পিষে ফেলা। আমরা যখন সিগারেট খেয়ে ফেলি, তখন তা অনেক সময় পা দিয়ে পিষে ফেলি। বিষয়টি প্রতীকী। অর্থাৎ শেষ যে আগুনটি জ্বলছে, আমরা পদদলিত করে তাকে নিভিয়ে ফেলছি। ফলে এই শব্দটা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে হরিজনদের নিয়ে এই দলিত আন্দোলনটা হচ্ছে। এখানে মেথরদের অনুষ্ঠানে আমাকে যখন নিয়ে যাওয়া হয়, তখন আমি তাদের বলি, এই যে তোমাদের 'দলিত' বলা হচ্ছে—এর প্রতিবাদ করো না কেন তোমরা? ওরা বলে ঠিকই তো বলেছে, আমরা তো দলিতই। তখন আমি তাদের 'দলন' শব্দটির মানে ব্যাখ্যা করে বলি, তোমরা তো তাহলে পায়ের তলায় পিষে যাওয়া জাতি। তোমাদের মাথায় তুলে, তোমাদের উন্নয়নের পেছনে কাজ করছি, অথচ বলার সময় দলিত বলছি—এই বিষয়টি আমি ঘৃণা করি। কেন আমার লেখাকে দলিত সাহিত্য বলা হচ্ছে জানি না। আমাকে দলিত-সাহিত্য রচয়িতা বললে আমি অবশ্যই এর প্রতিবাদ করব। সে তুলনায় নিম্নবর্গের সাহিত্যিক বললে সেটা আমার পক্ষে অনেক সম্মানজনক।

প্রশ্ন: আমার শেষ প্রশ্ন, আপনি জলপুত্র। নিজেকে জলপুত্র বলেই পরিচয় দেন। কিন্তু বর্তমানে আপনি একজন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক। জেলেপাড়া ও জীবন থেকে দূরে শহরের ফ্ল্যাট বাড়িতে স্বচ্ছল অবসর জীবন কাটালেও আজও আপনি নিজেকে জলপুত্র তথা নিম্নবর্গ বলে মনে করেন?

উত্তর : নিশ্চিত রূপে। আমার পরিচয়ই হল আমি একজন জেলে ও জেলে সন্তান। আমার অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলেও মানসিকভাবে আমি একজন জেলে। একথা ঠিক, একজন সাহিত্যিক হিসেবে যখন সম্মানিত হই, তখন মনে হয়, হ্যাঁ জেলে হরিশংকরের উত্তরণ হয়েছে। তবে আজও যখন সমাজ দুচোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, আপনি যতই প্যান্ট-শার্ট পরুন, গায়ে সুগন্ধি মাখুন আপনি আসলে জেলের ছেলে। তখন বর্তমান অবস্থান থেকে আচমকা মাটিতে পড়ে যাই। ফলে ওই একটানা স্বস্তিময় জীবন কিন্তু সামাজ আমাকে কাটাতে দেয় না। আজও পর্যন্ত। তবে আপনার কথা অনুযায়ী অবশ্যই আমার বর্তমান জীবন পরিশীলিত। তবে নিজের শিকড়টাকে ভুলিনি। মাসে একবার হলেও আমি আমাদের জেলেপাড়ায় যাই। ওরা আমাকে 'মাস্টর' বলে। ওরা জানে আমি শহরে থাকি, ছাত্র পড়াই। কিন্তু ওরা কখনো আমাকে দূরের মানুষ ভাবে না। নিজেদের লোকই মনে করে। আমি এদেরই একজন ছিলাম, এদেরই একজন হয়ে থাকতে চাই। তবে বর্তমান অবস্থানে থেকে মনে অবশ্যই একটি দ্বন্দ্ব কাজ করে অবিরাম। কখনো সম্মানিত হলে, আমি যে জেলে—এই কথাটি বিস্মৃত হই না এমন নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন আমি একা হয়ে যাই, নিজের কাছে নিজে যখন জবাবদিহি করি তখন কিন্তু আমার বারবারই মনে হয় যে আমার শিকড় জেলে পাড়াতেই প্রোথিত।

প্রশ্ন : আপনার সম্প্রতি প্রকাশিত উপন্যাস 'দুর্যোধন'। জানতে ইচ্ছে করছে, পরবর্তী গল্প-উপন্যাস হিসেবে আমরা পাঠকেরা আরো কি কি পেতে চলেছি?

উত্তর : দুর্যোধনের মতোই কর্ণকে নিয়ে একটি উপন্যাস লিখবার চেষ্টা করছি। লেখা প্রায় শেষের পথেই। আর আমাদের এখানে লাভ লেইন বলে একটি জায়গা আছে। জায়গাটি ব্রিটিশ আমলে তরুণ-তরুণীদের একটি মিটিং প্লেস ছিল। জায়গাটি টিলাময় এবং সেই সময় জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। এই বিষয়টিকে নিয়ে এবার একটি উপন্যাস লিখছি। আশা করছি পরের বছর (২০২৩) প্রকাশ পাবে। নাম দিয়েছি '১৬/১৭ লাভ লেইন'। এটা আমার বাসার ঠিকানা। তাছাড়া কৃত্তিবাসকে নিয়ে একটি উপন্যাস লিখবার ইচ্ছে আছে। এর জন্য যতটা সম্ভব পড়াশোনা চলছে। আশা করছি, সব ঠিক থাকলে এটিও খুব শীঘ্রই বেরোবে। আর 'গল্পসমগ্র ২' এর পর যত গল্প লিখেছি সেগুলো একত্র করে ২০২৩ সালে 'গল্পসমগ্র ৩' প্রকাশ পাবে।

গবেষক : অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য।

হরিশংকর জলদাস : আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা। আপনার গবেষণা-সন্দর্ভটি খুব শীঘ্রই গ্রন্থাকারে হাতে পাব এই কামনা।

নির্ঘণ্ট

অ
অর্ক ১০৭, ১১২, ১৮৮, ২০১, ২০৮, ২৯০, ৪০২
অভিজাত ৩, ৩৯৭, ৩৯৮
অধস্তন ১৫, ২৬৬, ২৯৩, ৩১১, ৩৯৯, ৪০০
আ
আন্তনিও গ্রামশি ১৪, ১৬, ৫৩, ২৫১, ৩৬৭
আধিপত্য ২০, ২৮, ১১০, ২২২, ৩০৮, ৩৩০, ৪০৪
আম্বেদকর ১৮৪, ১৮৫
ই
ইলেক্ট্রা এষণা ৩০২
ইদিপাস এষণা ৩০২
উ
উত্তর-ঔপনিবেশিকতা ৩
উত্তর পতেঙ্গা ৪, ৯৯, ১২৮, ১৯৫, ২৮৮, ৩২৩
এ
একগাছি ১৪৬, ১৪৯
একলব্য ১০৭, ১৮০, ৩২৪, ৩৬৪, ৩৮৭, ৪০৬
এডওয়ার্ড সাইদ ২২১, ৩২৬
ঔ
ঔপনিবেশিকতা ৪১, ৪৪, ৩২৯
ক
কসবি ৯৯, ১১৫, ১৭৫, ৩০৮, ৩৪৬, ৪০১
ক্রিস্টোফার হিল ৩১
কুইন্টিন হোয়ার ১৬
কুন্তীর বস্ত্রহরণ ১০৮, ২২৫, ৩৪২, ৩৯৪
কোটনা ১০০, ১৮৯, ২৩৫, ৩৮৬, ৪০২
গ
গভর্নমেন্টালিটি ২৪
গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক ১৮, ৩৯, ৭০, ৩৩৬
গৌতম ভদ্র ২৭, ৩৮, ২৯১, ৩৭৯
ঘ
ঘিলারজা ১৬
চ
চট্টগ্রাম ১০০, ১০১, ১৯৫, ২৪২, ৩৩৬
জ
জলপুত্র ৯৮, ১২৭, ২০৩, ৩৩৯, ৩৯২
জিম মেসেলস ৪১
ট
টংজাল ১৪২, ১৪৩, ২০৫
টাউঙ্গাজাল ১৪২, ১৪৩
ড
ডমিন্যান্ট ১৭, ১৯, ৫০, ২৬০
ডেভিড লাডেন ৩৫
ডেভিড হার্ডিম্যান ২৭, ৩৮, ৪৩

ঢ

ঢেন্ডেরি ১০০, ১২২, ১৬২, ২৪০, ৩৫০
ঢোঁড়াইচরিতমানস ৬৩, ৬৪

থ

থুতু ১০৪, ২৮৮, ৩২৭, ৩৬৫, ৩৯৬

দ

দহনকাল ১০২, ১৮০, ২০৪, ২৪০, ৩১৮, ৩৯৩
দ্ব্যণুক ৩১, ৩০০, ৩৮৭, ৪০৭, ৪২৩
দীপেশ চক্রবর্তী ২৭, ৪২, ২৮৬, ৩৩৯, ৩৯১

প

পলিউশন ১৮৭
প্রলেতারিয়েত ১৭, ১৮
প্রস্থানের আগে ৯৯, ১৫৩, ২০৩, ৩৫৭, ৩৮৬
প্রান্তিক ৪৮, ৫৩, ৮৮, ১০৫, ৩৯৭, ৪২২
পিওরিটি ১৮৭
প্রিজন নোটবুক ১৪, ১৬, ১৭, ৪৯, ৩১৬

ফ

ফিরিঙ্গিবাজার ১০৪, ১৯৭, ২৮৪, ৩৩৬

ব

বঙ্গোপসাগর ১০০, ১০১, ১০৫, ১০৯
বাইনারি ৩৬, ৯৫, ২৫১, ২৮৫, ৩৬৮
বিহিন্দিজাল ১১৩, ১৩৯, ১৩২, ১৪৪, ১৫৯

ভ

ভাঙন ১০৪, ১০৮, ১৩৫, ২৯৯
ভৈরব ৯০, ১৩১

ম

মৎস্য সমাজ ১৬৫, ২৬৭, ৩২০, ৩৬৪
মিশেল ফুকো ২১, ৪৩, ২৬৬, ৩৯৪, ৪২২
মোহনা ১০৭, ১৭৫, ২৪৩, ৩৪৮, ৪০২

র

রণজিৎ গুহ ৩৩, ২৭৬, ৩১৪, ৩৯০, ৪২২
রামগোলাম ১১,৯৯, ২৬৩, ৩২২, ৩৮০, ৪০১

ল

লুচ্চা ১৩৫, ১৩৬

শ

শাহিদ আমিন ৩৮
শেফালি ৩৫১, ৩৫২

স

সাবঅলটার্ন ১৭, ৪৮, ৮৮, ২৫১, ৩৬০, ৪২২
সাঙ্গা ১১৭, ৩৯২
সাহেবপাড়া ১০৬, ১২৪, ১৬৮, ২১১, ২৩২

হ

হরিজন ১১, ৭৫, ১৩০, ১৮৪, ২১৫, ২৮৪
হাড়ি ৫৬, ৬০, ৯০, ৩৮৭
হুরিজাল ১৪২, ১৪৪, ২০৮
হেজেমনি ১৪, ৩৯৪, ৩৯৫

ISSN : 0976-9463
Issue 26, Vol. 42

তবু একলব্য

৪২

UGC Approved Peer-Reviewed Research Journal on Arts and Humanities

বাংলা সাহিত্যে সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আন্দোলন

বিশেষ সংখ্যা

দি গৌরী কালচারাল
এন্ড
এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশন

৪২

TABU EKOLABYA
ISSN 0976-9463

তবু একলব্য

ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৬ বর্ষ • ৪২ সংখ্যা • ২০২১

TABU EKALABYA

UGC Approved International Peer-Reviewed (Refereed)
Research Journal on Arts & Humanities

UGC-CARE LISTED JOURNAL

বাংলা সাহিত্যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আন্দোলন

বিশেষ সংখ্যা

সম্পাদক • দীপঙ্কর মল্লিক
আমন্ত্রিত সম্পাদক • দেবাশিস পাল

দি গৌরী কালচারাল এন্ড এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশন
সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্য গবেষণাকেন্দ্র

সূচিপত্র

◆ সামগ্রিক বিষয়কেন্দ্রিক প্রবন্ধ ______ ১-৬৩

বাংলা সাহিত্যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক আন্দোলন ১
হৃষিতা গুপ্তবক্সী

আন্দোলন ও সাহিত্য : প্রসঙ্গ নির্বাচিত বাংলা উপন্যাস ৭
শম্পা রায়

সাহিত্যে বিদ্রোহের ইতিহাস : ইতিহাসের দার্পণিক দলিল ১২
তমালী মুস্তাফী

বাংলা সাহিত্যে রাজনৈতিক আন্দোলন : প্রসঙ্গ সিপাহি বিদ্রোহ ও নীল বিদ্রোহ ১৭
জহিরুল রহমান মণ্ডল

সাহিত্যের আলোকে কৃষক বিদ্রোহের উৎসমুখ অন্বেষণ : প্রসঙ্গ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পরবর্তী গ্রামীণ বাংলা ২৩
অভিজিৎ সাহা

ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলন ও বাংলা সাহিত্য : সম্পর্কের অন্বেষণ ২৮
বোধিসত্ত্ব ভট্টাচার্য

বাংলা সাহিত্য ও সমাজে মানবিক অধিকার রক্ষা আন্দোলন—একটি মূল্যায়ন ৩৮
নন্দিনী চক্রবর্তী

দ্বিভাজিত বাংলা, দ্বিখণ্ডিত বাঙালি-সত্তা : বাংলা সাহিত্যে প্রতিফলন ৪২
দোয়েল দে

বাংলা সাহিত্য ও স্বাস্থ্য আন্দোলন ৪৯
নটরাজ মালাকার

বাংলা সাহিত্যে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম কৃষিজমি রক্ষা আন্দোলন ৫৭
কার্তিককুমার মণ্ডল

◆ মধ্যযুগ বিষয়ক প্রবন্ধ ______ ৬৪-৮৪

শ্রীচৈতন্য : প্রথম বিদ্রোহী বাঙালি ৬৪
দীপঙ্কর মল্লিক

নকশাল আন্দোলন ও বাংলা ছোটগল্প ৪৭২
সঞ্চিতা দত্ত
অভিজিৎ সেনের 'দেবাংশী' : উত্তরণের আখ্যান ৪৭৮
শুভঙ্কর দাস
একাত্তরের নকশাল আন্দোলন ও বাংলা ছোটগল্পে তার প্রতিফলন ৪৮৪
স্মৃতিপর্ণা রায়
হরিশংকর জলদাসের গল্পবিশ্ব : প্রান্তিক জলদাসদের জীবনসংগ্রাম ৪৯০
মানিকলাল সাহা
নকশালবাদের প্রেক্ষাপটে রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি গল্প ৪৯৬
সাক্ষীগোপাল কুণ্ডু
দেশভাগ-দেশত্যাগ : অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প ৫০১
সঞ্চিতা ঘোষ
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প : স্বদেশি আন্দোলনের নানা ছবি ৫০৭
কিশোর গোস্বামী
অভিজিৎ সেনের নির্বাচিত কয়েকটি গল্পে দাঙ্গা ও দেশভাগ ৫১৩
ব্রজ সৌরভ চট্টোপাধ্যায়
বাংলা ছোটোগল্পে অবতলজন-জাগরণ : হরিশংকর জলদাসের নির্বাচিত ছোটোগল্পের নিরিখে ৫১৮
সৌরভ বসাক
স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ছোটোগল্পে প্রান্তীয়দের জীবনকথা ৫২৪
সালেহা খাতুন
তেভাগা রণধ্বনির প্রেক্ষিতে সুশীল জানার ছোটোগল্প ৫৩০
মহঃ মহব্বত আলী
সমরেশ বসুর 'আদাব' গল্পে তৎকালীন সামাজিক অবস্থা ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ৫৩৯
আনন্দ ঘোষ
বৈপ্লবিক উত্থানের ভাষ্য 'হারানের নাতজামাই' ৫৪২
অঙ্কিতা মুখার্জী
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসনীয়' গল্পে অর্থহীন অন্ত্যজ মানুষের করুণ দুর্দশার চিত্র ৫৪৮
নন্দদুলাল দাস
বাংলা ছোটোগল্পে সিপাহি বিদ্রোহের নায়ক নানাসাহেব ৫৫২
বাসব দাস
জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই আন্দোলন: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটোগল্প ৫৫৮
বৈশাখী পাঠক

বাংলা ছোটোগল্পে অবতলজন-জাগরণ : হরিশংকর জলদাসের নির্বাচিত ছোটোগল্পের নিরিখে

সৌরভ বসাক

সাহিত্য জীবনকে প্রভাবিত করে না, জীবন সাহিত্যকে প্রভাবিত করে। ফলে সেই জীবনকে ঘিরে থাকা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আবহ স্বাভাবিক ভাবেই যে সাহিত্যে উঠে আসবে তা বলাই বাহুল্য। লক্ষণীয়, যা মুখে বলা বা প্রকাশ করা যায় না তা বরাবর মানুষের লেখনীর সাহায্যে উঠে এসেছে। সময়ের প্রলেপেও এই নিয়ম আবছা হয়ে যায়নি। অবস্থা এবং ব্যবস্থার অনুকূল ও প্রতিকূল দিকগুলি তাই খুব সহজেই সাহিত্যে ধরা পড়ে। তাই কালচক্রে সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখা গেছে পালাবদল। সেই পালাবদলের মধ্যে আমরা শুনতে পেয়েছি বাংলা সাহিত্যে অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো সমাজের প্রান্তিক তথা অবতলজনদের উত্থান বা জাগরণের পদধ্বনি।

তবে একথা ঠিক যে নিম্নবর্গকে বিশেষ স্থান দিয়ে সাহিত্য রচনা করা মানেই সেখানে তাদের জাগরণ বা উত্থান দেখানো নয়। সাহিত্যে প্রান্তিক, দলিত তথা নিম্নবর্গ জাগরণের প্রকৃত অর্থ হলো লেখনীর মাধ্যমে স্বর, সংকট, সমস্যা, অপমান ও আঁতের কথাকে সহমর্মিতার সঙ্গে তুলে এনে সমাজের মূল স্রোতে তাদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা, নিম্নবর্গেরও যে নিজস্ব চেতনা ও স্বর রয়েছে—এ সত্য সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে পেশ করা। এতদিন সমাজের দর্পণ হিসাবে যে সাহিত্য রচিত হয়েছে তা অর্ধাংশে। বাকি অর্ধাংশ রয়ে গেছে অন্ধকারে, অপ্রকাশিত। এই অন্ধকার অর্ধাংশের সিংহভাগ জুড়ে আছে সমাজের অবতলে থাকা প্রান্তিক, দলিত তথা নিম্নবর্গের মানুষেরা। এ অবকাশে এই জিজ্ঞাসার মীমাংসা করে নেওয়া ভালো যে, নিম্নবর্গ আমরা কাকে বলব এর সংজ্ঞায়নে যথেষ্ট দ্বিধা ও বিতর্ক আছে। নানা জন নানা দিক থেকে নিম্নবর্গকে দেখতে চেয়েছেন। ফলে সৃষ্টি হয়েছে মতভেদ। 'নিম্নবর্গের ইতিহাস' গ্রন্থে নিম্নবর্গ কারা, এর একটি ধারণা রয়েছে। এখানে মার্কসীয় ধ্যান-ধারণাকে সরিয়ে রেখে আধিপত্য-অধীনতা ও ক্ষমতার সম্পর্ক সূত্রে নিম্নবর্গের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক মনে করেন, ঔপনিবেশিক শাসনে যে কোনও ধরনের অধীনতা ও ক্ষমতার সূত্রে নিপীড়িত অধীনস্ত যারা, তারাই নিম্নবর্গ। রণজিৎ গুহ মনে করেন, গরিব চাষি, প্রায় গরিব ও মাঝারি চাষি, নিরবিত্ত ভূস্বামী, হীনবল গ্রামভদ্র, সম্পন্ন মাঝারি কৃষক ও ধনী কৃষক, গরিব শ্রমিক, ক্ষেত মজুর, নিম্ন মধ্যবিত্ত গ্রাম ও শহরের গরিব জনতা, আদিবাসী ও নারীও নিম্নবর্গ। জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডের মতে, অচ্ছুত, গৃহ ভৃত্য, নিরক্ষর অনগ্রসর জনগোষ্ঠী, আদিবাসী, নারী, শিশু ও অসংখ্য প্রান্তিক অপর শ্রেণি হলো নিম্নবর্গ।

মহাকাল সাক্ষী, যবে থেকে মানুষ গোষ্ঠীবন্ধ ও সামাজিক ভাবে থাকতে শিখেছে তবে থেকে সেই সমাজে উচ্চ-নিম্ন, শাসক-শাসিত এই বৈপরীত্য লক্ষ করা গেছে। যে প্রক্রিয়ায় একজন শাসক শোষণ করে, যে প্রক্রিয়ায় একজন শাসিত শোষিত হয়, ঠিক তার বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় শাসিতরা শাসকের বিরুদ্ধে গোষ্ঠীবন্ধ হয় এবং গড়ে তোলে আন্দোলন ও প্রতিবাদ। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই ধরনের আন্দোলন বা বিদ্রোহের উদাহরণ অজস্র রয়েছে। যদিও একথা ইতিহাস ও ঐতিহাসিকের। কিন্তু ইতিহাস ও সাহিত্য এক নয়। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই নিম্নবর্গকে দেখা যাচ্ছে অধীনতার অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে, যার ওপর ভিত্তি করে সমাজ কাঠামোর তলদেশে রয়ে যাওয়া মানুষগুলোকে একটি পরিভাষার মধ্যে নিয়ে এসে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে নিম্নবর্গের ইতিহাসবিদ রণজিৎ গুহের 'সাব-অল্টার্ন স্টাডিজ' প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। যেখানে এই সত্য উঠে আসে যে নিম্নবর্গরা আসলে কোনো 'সাবজেক্ট' নয়, তাদেরও রয়েছে নিজস্ব স্বকীয়তা, দাবি ও স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর যা নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের জন্ম দিয়েছে।

তবে শুধু ইতিহাসে নয়, সাহিত্যের ক্ষেত্রে ঠিক কবে থেকে এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জাগরণ তার নির্দিষ্ট দিন-ক্ষণ উল্লেখ করা না গেলেও বলা যায়, বিশেষ করে কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে উনিশ শতকের আধুনিকতা, নবজাগরণ, ঔপনিবেশিকতা ইত্যাদি বিষয়গুলি জড়িয়ে ছিল বলে উচ্চবর্গ বা এলিট শ্রেণির কাঠামোতে তা নির্মিত হয়েছিল। ফলে যারা আর্থ-সামাজিক দিক থেকে উচ্চস্থানে ছিলেন তাদের লেখায় এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ছিল বহু ক্রোশ দূরে। কিন্তু পরবর্তীকালে একের পর এক ঐতিহাসিক আন্দোলন বা বিদ্রোহের পিছনে যখন সমাজের এই তলদেশের মানুষদের গোষ্ঠীবন্ধ হতে দেখা গেল তখন একদল সাহিত্যিক নিম্নবর্গকে সহমর্মিতার সঙ্গে সাহিত্যে স্থান দেওয়া শুরু করলেন, যথার্থ বিবেচনার সঙ্গে তাদের সংকট, সমস্যা ও নিজস্ব চেতনাকে ফুটিয়ে তুলতে তৎপর হলেন। আমরা লক্ষ করলাম রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র থেকে প্রাথমিক ভাবে শুরু করে ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, জগদীশ গুপ্ত, সতীনাথ ভাদুড়ী, অদ্বৈত মল্লবর্মণ, সমরেশ বসু, অনিল ঘড়াই, সাধন চট্টোপাধ্যায়, নলিনী বেরা, মনোরঞ্জন ব্যাপারী ইত্যাদি লেখকের সাহিত্যে সমাজের নীচু তলার ব্রাত্য, দলিত, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জাগরণ দেখা দিচ্ছে একেবারে নিজস্ব ঢঙে। নিম্নবর্গের এক নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি হয়েছে সে সব লেখায়। যেন সাহিত্যে অবতলজন-জাগরণ আন্দোলনে সামিল হয়েছেন তাঁরা। আর সেই সূত্র ধরেই আমরা পেয়ে যাই একুশ শতকের উল্লেখযোগ্য লেখক অধুনা স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের নন্দিত কথাকার হরিশংকর জলদাসকে।

একুশ শতকে লেখালেখি শুরু করলেও তাঁর সাহিত্যের আঙিনায় তিনি এই সব অবতলজনদের এনে দাঁড় করিয়েছেন তাদের সংকট, সমস্যা, দলিত হওয়ার অভিজ্ঞতা ও সর্বোপরি তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানোর জন্য। এখনও পর্যন্ত তিনি যত গল্প-উপন্যাস লিখেছেন তার সিংহভাগ জুড়ে আছে এই অবতলজন-নিম্নবর্গের কথা। আমরা জানি হরিশংকর জলদাস নিজেও সেই অবতলজন, একজন অন্ত্যজ-প্রান্তিক নিম্নবর্গ, একজন জেলে পরিবারের সন্তান। তাঁর অভিজ্ঞতা একজন নিম্নবর্গের অভিজ্ঞতা। 'জ্যাইলার পোত' তকমা পেয়ে অপমানিত হরিশংকর জলদাসের সাহিত্য লিখতে বসা। ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে সারা জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ প্রথম উপন্যাস 'জলপুত্র'-র মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্য জগতে আলোকময় প্রবেশ। ২০১১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম গল্পগ্রন্থ 'জলদাসীর গল্প'। বর্তমান কালের হিসেবে তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা ১৫ এবং ছোটোগল্পের সংখ্যা একশো ছাড়িয়ে গেছে। হরিশংকর জলদাসের সাহিত্যে মুচি, মেথর, ডোম, কৈবর্ত, জেলেদের যে জীবন চিত্র উঠে এসেছে সেখানে তাদের দাম্পত্য জীবন সমবায়ী। সেখানে নারী পুরুষের অবদান সমান।

সমাজের একটি দিকের মতো নারীরাও এখানে বঞ্চিত, পীড়িত, শোষিত ও অবহেলিত। তাদের হাহাকার, বেদনা ও বিপন্নতা চার দেওয়ালের মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। কিন্তু সময় বিশেষে তারা প্রতিবাদ করে তাদের নিজেদের মতো। মার খেয়ে বা অন্যায় সহ্য করে পরে থাকে না। এখানে মূলত এবং বিশেষ ভাবে প্রান্তিক দলিত মানুষদের জীবনায়ন ঘটানো হয়েছে যেখানে উচ্চবর্গের স্থান সীমিত ও একান্ত প্রয়োজনানুসারী। গল্পগুলি তাই শুধু গল্প হয়ে থাকেনি, হয়ে উঠেছে নিম্নবর্গের সাহিত্য। 'জলদাসীর গল্প' (২০১০) গ্রন্থের 'কোটনা'—নামক গল্পটি উদাহরণ স্বরূপ আমরা দেখে নিতে পারি। এখানে গল্পের মূল ঘটনা হলো জেলে ও মুচি সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা অর্জনের অধিকারী নয়। কিন্তু জেলে শ্যামচাঁদ ও মুচি রামদুলাল তাদের ছেলেদের স্কুলে ভর্তি করলেন অনেক বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে। হঠাৎ একদিন রামদুলালবাবু তাঁর ছেলের 'দাস' পদবি বদলে 'চৌধুরী' করতে হেডমাস্টারকে অনুরোধ করলেন। পদবি বদলে ছেলে হলো অশোক চৌধুরী। কিন্তু কেন?

আমরা জেনেছি, রাজনৈতিক সচেতনতা ও সামাজিক ক্ষমতার বিন্যাস প্রক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে নিম্নবর্গকে বিশ্লেষণ করা নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকের লক্ষ্য। এ প্রসঙ্গে আমরা অবশ্যই দেখে নেব পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ভাষ্য। তাঁর মতে—

> নিম্নবর্গের রাজনীতির চরিত্র নির্ধারিত হচ্ছে নিম্নবর্গের নিজস্ব চেতনার রূপরেখা অনুসারে। সেই চেতনা গড়ে উঠেছে অধীনতার অভিজ্ঞতা থেকে। দৈনন্দিন দাসত্ব, শোষণ আর বঞ্চনার মধ্যেও নিজের অস্তিত্বটুকু বজায় রাখার সংগ্রামের ভেতর দিয়ে।[১]

'কোটনা' গল্পেও আমরা দেখেছি রামদুলাল তার ছেলেকে মুচিগিরি করতে দেবে না বলে হেডমাস্টারের অমতে স্কুলে ভর্তি করেছে। হেডমাস্টার স্বগত ভাবে বলেছেন, "মুচির ছেলে পড়বে! জুতো সেলাই করবে কে?"[২] বুঝতে অসুবিধে নেই এরকম বঞ্চনা ও চিরকাল অবতলে তলিয়ে যাওয়ার চেতনা উচ্চবর্গরা বরাবর নিম্নবর্গের মধ্যে সংক্রমিত করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, জেলে মুচি পাড়ার ছেলেরা যাও বা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে পড়তে লিখতে পারার অধিকারী ছিল, মেয়েরা ছিল এর থেকে শত হস্ত দূরে। নিম্নবর্গের ইতিহাসবিদ্ রণজিৎ গুহ নিম্নবর্গ বলতে নারীদেরকেও বুঝিয়েছেন। এর প্রমাণ রয়েছে সাহিত্যে। অশোকের বোন দুলালীকে পড়ানোর তাগিদ অনুভব করে না পিতা। তার বক্তব্য, "দুলালীকে পড়ানোর দরকার কী? আই.এ, বি.এ পাস করেও তো মুচির ঘরে গিয়া চুলা ঠেলবো। মুচির ঘরে শিক্ষিত ছেলে কই?"[৩] কিন্তু এই প্রথাগত বিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখা যায় স্ত্রীর কণ্ঠে, "ছেলেকে তো পড়াচ্ছ, মেয়েকে পড়ালে দোষ কী ছেলে যদি বউ পায়, মেয়ে শিক্ষিত সোয়ামি পাবে না কেন?"[৪]

স্ত্রীর কেন-এর জবাব দিতে পারে না রামদুলাল। কারণ নিম্নবর্গের কাছে এ প্রশ্নের উত্তর নেই, উত্তর থাকে না। কিন্তু অস্তিত্ব বজায় রাখার চেষ্টাটুকু চালিয়ে যায় তারা। রামদুলালও একদিন হঠাৎ স্কুলে গিয়ে ছেলের 'দাস' পদবি বদলে 'চৌধুরী' করার আর্জি জানায়। কারণ সে উপলব্ধি করেছে তাদের যত বঞ্চনা, যত অপমান, যত সংগ্রাম এই নীচুজাতের জন্য। তাই ছেলের পদবি বদলে ছেলের নিম্নবর্গত্ব ঘোচাতে চেয়েছে পিতা। কারণ হিসেবে জানিয়েছে—

> মুচি বলে হাটে-মহল্লায় মানুষের লাথি-চড় খেতে হয়। আমি অশিক্ষিত মানুষ ছার, প্রতিবাদ করি না, করতে পারি না। ভাবি-অশিক্ষিত মুচির ভাইগ্য এর চাইতে আর ভাল কতটুকু হবে। কিল খেয়ে কিল হজম করি।[৫]

এ নিম্নবর্গের বৈশিষ্ট্য হলেও আলোচ্য গল্পে দেখা যাচ্ছে নিম্নবর্গের একজন পিতা তার পুত্রের পদবি বদলে সমাজে মাথা উঁচু করে তাকে বাঁচতে শেখাচ্ছেন যাতে পরবর্তী কালে অন্ত্যজ বলে

তাকে অপমানিত হতে না হয়। শুধু তাই নয়, নীচুতলার সমাজের নারীদের শিক্ষার দাবি নিয়েও সোচ্চার হতে দেখা গেছে তাদের। পরবর্তী গল্প 'দইজ্যা বুইজ্যা'তে নারী-লাঞ্ছনার চিত্র উঠে আসার পাশাপাশি দইজ্যা বুইজ্যার মতো একজন আধপাগল নিম্নবর্গের প্রতিবাদে নিম্নবর্গের সত্তা ও চেতনার যে জাগরণ লক্ষ করা গেছে তা নতুন করে গল্পটির গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে। গল্পের শুরুতেই লেখক জানিয়ে দিচ্ছেন পারুলবালা নামক এক ষোলো বর্ষীয় জেলে নারীর ধর্ষিতা হওয়ার কথা। এর কারণ, একাত্তর খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি জেলেপাড়া অবরুদ্ধ হয় পাকিস্তানি সেনার আস্তানা গাড়ার ফলে। শুরু হয় জেলেদের ওপর অত্যাচার ও নিপীড়ন। এরকম পরিস্থিতিতে ক্যাপ্টেন মোরশেদের কামাতুরতা জেগে ওঠে। সে তার সাগরেদ মজিদকে ডেকে তার অভীপ্সার কথা জানালে সে ক্যাপ্টেনকে নিয়ে যায় পারুলবালার কাছে। সে ধর্ষিতা হয়। এ ঘটনা দইজ্যা বুইজ্যা জানতে পারলে সে গরজে ওঠে এই বলে, "তোরার মারে চুদি, চোদানির পোয়াক্কল, আঁই তোরারে চাই লইয়ম।"[৬] ক্ষমতার অপব্যবহারকারী উচ্চবর্গের বিরুদ্ধে গল্পে এই প্রথম সোচ্চার প্রতিবাদ। ধর্ষণের ঘটনায় দইজ্যা বুইজ্যার চেতনায় ধরা পড়ে জেলেনারীর অপমান, যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনা। তার কাছে পারুল ও তার কন্যা এক হয়ে যায়। তাই দেখা যায়—

> কাঁদতে কাঁদতে সে বলতে লাগল, 'পারুলও মাইয়াপোয়া, তুই অখি মাইয়াপোয়া। তইলে পারুল মাইনে তুই। পারুলের অপমান মাইনে তোর অপমান। আঁর ঝির পোয়ার অপমান আঁই সইজ্য গইত্তাম নো। আঁই হউরর পোয়া অলরে চাই লইয়ম।'

আমরা নিম্নবর্গের ইতিহাসে বেশিরভাগ সময়ে নিম্নবর্গকে দেখেছি নিষ্ক্রিয়, ভীরু, একান্ত অনুগত একটি জীব হিসেবে। শুধু "একমাত্র একটি মুহূর্তে শাসককুলের মানসপটে নিম্নবর্গ আবির্ভূত হয় স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে। সেই মুহূর্তটি হলো বিদ্রোহের মুহূর্ত। নিম্নবর্গ যখন বিদ্রোহী, তখনই হঠাৎ শাসকবর্গের মনে হয়, দাসেরও একটা চেতনা আছে।"[৭] আর এই চেতনার বশেই দ্বিতীয়বার যখন ক্যাপ্টেন পারুলকে ধর্ষণ করতে এসে তার মা তোতারানির ওপর ঝাপিয়ে পড়ে তখন এই দইজ্যা বুইজ্যা ধারালো দা দিয়ে ক্যাপ্টেনকে কুপিয়ে মারে। তার মরণ চিৎকারে বাইরে থেকে সৈন্যরা এসে দইজ্যা বুইজ্যার মাথা গুলিতে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয়। ক্ষমতার সামনে টিকে থাকতে পারে না দইজ্যা বুইজ্যার মতো নিম্নবর্গরা। কিন্তু ক্যাপ্টেনকে কুপিয়ে মারার মধ্যে যে নিম্নবর্গের প্রতিবাদী সত্তার জাগরণ ঘটেছে তা অবশ্যই আলোকপাত যোগ্য। কারণ আর মার খেয়ে মার সহ্য করা নয়, আত্মজাগরণের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদী সত্তা জেগে ওঠাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এছাড়া আলোচ্য গল্পগ্রন্থের 'দুখিনি', 'দুলারী এবং কয়েকজন', 'ঢেঙ্ডেরি' প্রভৃতি গল্পগুলি নিম্নবর্গের উত্থানের গল্প হয়ে উঠেছে।

২০১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'চিত্তরঞ্জন অথবা যযাতির বৃত্তান্ত' গল্পগ্রন্থেও নিম্নবর্গের জাগরণের চিত্র ফুটে উঠেছে কিছু কিছু গল্পে। গল্পগুলি 'মহাভারত' এর প্রসঙ্গ ও আশ্রয়ে গড়ে উঠলেও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে 'মহাভারত'-এর যেখানে নিম্নবর্গেরা গুরুত্বহীন, উপেক্ষিত ও অপমানিত হয়েছেন ঠিক সেই স্থান থেকেই লেখক সেই সব মানুষগুলিকে মহান রূপে এনে দাঁড় করিয়েছেন বর্তমান সময়ের বাস্তব মাটিতে। ফলে গুরুত্বহীন নিম্নবর্গ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে উঠে এসেছে। আলোচ্য গ্রন্থের 'তুমি কে হে বাপু' গল্পটি এ প্রসঙ্গে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কারণ গল্পটির মধ্য দিয়ে একদিকে লেখক নিম্নবর্গের হয়ে যেমন একাধিক প্রশ্ন তুলেছেন, তেমনি ব্যঙ্গাচ্ছলে নিম্নবর্গের প্রতি সমাজের নগ্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের খোলসা করেছেন। গল্পের পাত্র নির্বাচনেও লেখকের চমৎকার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় রয়েছে। একজন 'মহাভারত' সৃজনকর্তা কৃষ্ণ

দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব এবং অপর জন হলেন ব্রাত্যজনের ব্রাত্য কথাকার অদ্বৈত মল্লবর্মণ। গল্পে দেখা যাচ্ছে অদ্বৈত মর্তে সুকর্মের জন্য শত বৎসর স্বর্গলাভ করেছেন যমের আশীর্বাদে। সেই সুবাদে তাঁর ব্যাসদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেছে। নামের শেষে 'মল্লবর্মণ' শব্দটি শুনে বিস্মিত হয়েছেন ব্যাসদেব। কারণ পদবির চল ছিল না ব্যাসদেবের যুগে। কিন্তু সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর পেরিয়ে আজ কলি যুগ। এখন "মানুষের আসল নামের সঙ্গে পদবি জুড়তে হয়। ঐ পদবিতেই যত মানমর্যাদা। এখন পৃথিবীতে মানুষের মর্যাদা তেমন নয়, যত না পদবিতে।"[৯] আমরা জানি ব্যাসদেবের যুগে কর্ম ও গুণের ভিত্তিতে চতুর্বর্ণের সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু কলিযুগে জন্ম সূত্রই আসল, কর্ম ও গুণের মূল্য শূন্য। তাই তো, "ব্রাহ্মণরা মাথায় তুলে রাখার আর শূদ্ররা পায়ে পিষে মারার।"[১০]

আমরা লক্ষ করেছি, ব্যাসদেব ও অদ্বৈতের কথোপকথনে বাস্তব সমাজের যে নগ্ন সত্য উঠে আসছে তাতে এ কথা স্পষ্ট, জাতের নামে বজ্জাতি ভারতবাসীর মজ্জায় মজ্জায়। এ প্রসঙ্গে অদ্বৈত তাঁকে জানালেন মর্তে ব্যাসদেবের উত্তরাধিকার জেলেদের প্রতি কি পরিমাণ ঘৃণা বর্ষিত হয়। নিকৃষ্ট জাতি রূপে তারা সবরকম অধিকার থেকে বঞ্চিত। অদ্বৈত তাঁর নিজের কথা উল্লেখ করে বললেন কোন রকমে সে ম্যাট্রিক পাশ করে কলম ধরেছিলেন। লিখেছিলেন 'তিতাস একটি নদীর নাম'। কিন্তু সেদিনের সমাজ তা মেনে নেয়নি। কেননা—তিনি জেলে সন্তান, একজন নিম্নবর্গ। তা বলে অদ্বৈতকে কিন্তু দমিয়ে রাখতে পারেননি কেউ। পরবর্তীকালে তাঁর রচনা মূল্যবান, কালজয়ী রূপে স্থান পেয়েছে। সেরকম করেই সর্ব অন্যায়ের সর্বনাশ অবশ্যই ঘটে একদিন। হরিশংকর জলদাসও বিশ্বাস করেন সমাজের তলানিতে থিতিয়ে পড়ে থাকা অবতলজনেরাও একদিন নিজেদের সামর্থ্যে সমাজের মূল স্রোতে ফিরবেন। উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের আর পার্থক্য থাকবে না, বরং পরস্পরের তুলনা হবে একদিন।

'কুন্তীর বস্ত্রহরণ' সেরকমই সমাজের থিতিয়ে থাকা মানুষগুলোর গর্জে ওঠার গল্প। গল্পটি চাঁপাতলা গ্রামের একটি মালোপাড়া ঘিরে। যেখানে কুন্তী নামক একজন প্রতিবাদী নারী চরিত্রের অবস্থান। তার উল্টোদিকে রয়েছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায় বলীয়ান উচ্চবর্গের প্রতিনিধি আবুল কাশেম যার ইচ্ছে মালোদের পূর্বপুরুষের শ্মশানটি দখল করার। সেজন্য মালোদের নানা প্রলোভন দেখান তিনি। কিন্তু মালোদের হয়ে গর্জে ওঠে কুন্তী—

> হঠাৎ ভির ঠেলে সামনে এগিয়ে এসে কুন্তী এই অন্যায় প্রস্তাবের প্রতিবাদ করে। বলে এ কী কইতাছেন চেয়ারম্যান সাব। পুস্ত পুরুষের শ্মশান আমাদের।... আপনি কী কইরে বলেন ওই শ্মশান ছেড়ে দিতে?[১১]

বিস্তর পুরুষের মাঝখান থেকে নারীর এই প্রতিবাদ বাক্যে হতচকিত আবুল কাশেম কিছু বলতে না পেরে শুধু প্রলোভন দেখান একটি নতুন শ্মশান গড়ে দেওয়ার। সে কথার তোয়াক্কা না করে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কুন্তী বলে ওঠে, "দরকার নাই আমাদের বাঁধানো শ্মশানের। পূর্বপুরুষের শ্মশান আমাদের মাথায় থাক। ওই শ্মশানের দিকে নজর দেবেন না চেয়ারম্যান সাব।"[১২] ইতিহাস সাক্ষী এই বিষয়ে যে, নিম্নবর্গরা যত বার উচ্চবর্গের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ততবার তাদের নির্মূল করার জন্য তারা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা লোকবলের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়েছে। মহাভারতে শকুনি মামা যেমন কৌরবদের কুবুদ্ধি জুগিয়েছে, ঠিক তেমনি বর্তমান সমাজেও আবুল কাশেমের মতো উচ্চবর্গদের কুবুদ্ধি জুগিয়ে থাকে ফখরে আলমের মতো শকুনিরা। সে আবুল কাশেমকে কুমন্ত্রণা দেয়। কুন্তীর দৈহিক গঠনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে, "বাচ্চাকাচ্চা হলে কী হবে, দেখতে কচি ডাব হুজুর।"[১৩]

যদিও আমরা লক্ষ করেছি উচ্চবর্গীয় স্বভাববশত আবুল তাদের ধমকে বলে এরপর শ্মশানে কোনও দাহ করা যাবে না, করলে ফল খারাপ হবে। কিন্তু কিছুদিন পর অজয় মণ্ডল নামে এক বৃদ্ধ মারা গেলে তাঁকে সেই শ্মশানে দাহ করতে নিয়ে যাওয়া হয়। খবর পেয়ে ছুটে আসে আবুল কাশেমের দলবল। শুরু হয় লাঠি, কিরিচ নিয়ে আক্রমণ। কুন্তী সেখানে প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। একজন নিম্নবর্গের নারী হয়ে বিত্তর পুরুষের মাঝে সে যেভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে তাতে আমাদের এ কথাই মনে হয়েছে নিম্নবর্গ কেবল মার খেয়ে আর মার সহ্য করে না। তারা জেগে উঠে প্রতিবাদ করার ক্ষমতাও রাখে। আসলে আমাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে এই চেতনায় যে নিম্নবর্গকে বরাবর অধীনতার পদতলে পিষ্ট হতে হবে। কিন্তু সময় বদলেছে, বদলেছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও জীবন। গল্পে উচ্চবর্গ দ্বারা কুন্তীর পরনে শাড়ি ও পেটিকোট খুলে নেওয়া হলেও সে কিন্তু তাদের পদতলে দলিত হয়নি, নিজের আত্মসম্মান রক্ষার্থে শ্মশানের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীতে ঝাঁপ দিয়েছে। শুধু কুন্তীর মতো চরিত্ররা নয়, আলোচ্য গল্প গ্রন্থের সুরেন্দ্র গাওয়াল, 'ব্যর্থ কাম', 'ঢোলদাস' প্রভৃতি গল্পেও রয়েছে সমাজের নীচুতলার মানুষের সমস্যা অপমান ও চেতনার কথা।

এইভাবেই হরিশংকর জলদাস তার কলমকে হাতিয়ার করে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে অবতলজন জাগরণের আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। একজন নিম্নবর্গ হয়ে নিম্নবর্গের জন্য কলম তুলে নিয়েছেন তিনি। তাঁর প্রতিটি গল্পই আমাদের নিয়ে গেছে অবতলজন জীবনের অন্দরের গলিপথে। যেখানে দেখা মিলেছে শুধুই নিম্নবর্গের। কখনো স্বমহিমায়, কখনো আগুনের ফুলকির মতো, কখনো বা নিজেদের মতো প্রতিবাদের রাস্তা বেছে নিয়েছে তারা। হরিশংকর জলদাস সেই অন্ধকার অর্ধাংশ থেকে নিম্নবর্গকে তুলে এনে সাহিত্যে তাদের আলোকময় প্রকাশ ঘটিয়েছেন। 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এই তত্ত্বে বিশ্বাসী লেখক তাঁর সাহিত্যে ঘটিয়েছেন অবতলজন জাগরণ।

উৎসের সন্ধানে

১. পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও গৌতম ভদ্র সম্পাদিত : 'নিম্নবর্গের ইতিহাস', ১৯৯৮ খ্রি., পৃ. ১২
২. তদেব : পৃ. ১২
৩. তদেব : পৃ. ১৪
৪. তদেব : পৃ. ১৪
৫. তদেব : পৃ. ১৯
৬. তদেব : পৃ. ২৪
৭. তদেব : পৃ. ২৫
৮. তদেব : পৃ. ১২
৯. হরিশংকর জলদাস : 'চিত্তরঞ্জন অথবা যযাতির বৃত্তান্ত', অবসর, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৩৯
১০. তদেব : পৃ. ৪০
১১. তদেব : পৃ. ৫৫
১২. তদেব : পৃ. ৫৫
১৩. তদেব : পৃ. ৫৫

তথ্যের সন্ধানে

১. হরিশংকর জলদাস : গল্পসমগ্র ১, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৬
২. হরিশংকর জলদাস : 'চিত্তরঞ্জন অথবা যযাতির বৃত্তান্ত, অবসর, ঢাকা

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থানুকূল্যে আয়োজিত
একদিনের আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র

সাহিত্যতত্ত্ব ও বাংলা সাহিত্য

শংসাপত্র

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থানুকূল্যে বাংলা বিভাগ (জলপাইগুড়ি শাখা) আয়োজিত ৫ মার্চ ২০২০ 'সাহিত্যতত্ত্ব ও বাংলা সাহিত্য' শীর্ষক একদিনের আন্তর্জাতিক আলোচনা সভায় আমন্ত্রিত বক্তা/ অধিবেশন সভাপতি/ আলোচক/ প্রবন্ধ পাঠ/ অংশগ্রহণের জন্য ....মিঠুন বসাক........ কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয়ের ....গবেষক উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়........ কে এই শংসাপত্র দেওয়া হল।

তাঁর আলোচনার বিষয় ....নিম্নবর্গতত্ত্বের নিরিখে হরিশংকর জলদাসের কৈবর্তকথা : প্রসঙ্গ জলদাসীর গল্প........

উর্বী মুখার্জী
উর্বী মুখার্জী
সমন্বয়ক
(জলপাইগুড়ি শাখা)
বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

প্লাবন সিংহ
আহ্বায়ক
আন্তর্জাতিক আলোচনাসভা কমিটি
বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

হাসনারা খাতুন
আহ্বায়ক
আন্তর্জাতিক আলোচনাসভা কমিটি
বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়